वीत्रवानी ।

স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত সংস্কৃত, বাজলা ও ইংরাজী সমগ্র কবিতাসংগ্রহ।

चाहिम मरसम्भ !

৭৮০১, কর্ণ ওয়ালিশ খ্রীট, কলিকান্তা বিবেকানন্দ সোসাইটা হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক কর্ত্ত্ব প্রকাশিত।

কলিকাতা। ০০০১, হুর্গাচরণ মুখাজ্জির ষ্টাট, বীণাপানি আট প্রেদে ইন্মন্মথনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

সাধারণের নিকট প্রকাশ খে, স্বামী বিনেকানক একজন বিদান্
বহুদশী, অদ্বিভীয় বক্তা, দেশছিতৈয়া, স্বার্থত্যাগা, সমাধিয়ক্ত সন্নাসী।
কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন এবং তাঁহার ভদয়কেল্যন্তিত
স্বদেশান্তরাগই যে তাঁহাব কবিছের উদ্বোধনী শক্তি, সে পরিচয় বীরবাণীর
কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়। বীরবাণীর দিতীয় মুদ্রান্তনের প্রয়োজন
দেখিয়া বুঝা যায় যে, স্বামীজির সেই ভাবটা গারে ধীরে সাধারণের জদস্কম
হইতেছে।

কলিকাতা,

विद्वकानम (मामाइण।

मन > ११२।

৩য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বীরবাণীর ৩ম সংস্করণ প্রকাশিত হটল। এবার অনেকের অন্তরোধে ইহার সংস্কৃত অংশটীর জন্মম, শকার্থ ও বঙ্গান্তবাদ দেওয়া হটল। সংস্কৃত কলেজের ধর্মশান্ত্রাধাপিক মহামহোপাধায়ে পণ্ডিত প্রপ্রিমান্তনাথ তর্কভূষণ মহাশন অন্তর্গ্রহ পূর্বেক সংস্কৃত মূলভাগের ছন্দ ও ব্যাকরণগত সমৃদ্য দোষ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে পূর্বে সংস্করণ হইতে এই গুলির আকার কিছু পৃথক্ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন প্রায় শক্ষাত্র, স্বামীজির ভাবের কোনস্বপ বৈলক্ষণ্য করা হ্য নাই। 'শ্রীরামক্রম্প্রপান' নামক সংস্কৃত শ্লোকটী এবং আর একটী নৃতন শিষ-সঙ্গীত ইহাতে সংখোজিত হইল। কবিতাগুলির অর্থবোধের সৌক্যাম্থে নৃতন কতক্প্রজিব ব্যাখ্যা ও পাদটীকাও সংযোজিত হইয়াছে। আর এই সংস্করণে স্বামীজির বীরবেশের একখানি নৃতন হাকটোন ছবিও দেওয়া হইল।

কলিকাতা,

३० इ टेनार्छ, २०१७।

वित्वकानम (मामाइजि।

Бजूर्थ मरऋत्। त्र विखायन।

বীরবাণীর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত কটা। এবার স্বানিজীর বচিত 'সাগরবক্ষে'' শীর্ষক একটা নৃত্ন বাঙ্গলা ও কতিপয় নৃত্ন ইংৰাজী কবিতা ইহাতে সিরবেশিত করা হইয়াছে। ৩য় সংস্করণে ছন্দের অমুরোধে সংস্কৃত স্তোত্ররাজির কতকগুলি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্দ্র বর্তনান সংস্করণে যাহাতে ছন্দ ঠিক থাকে অথচ স্বানিজীর মূল শব্দগুলিও যথাসন্থব রক্ষা করা যাইতে পারে তিহিময়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। যাহাতে এই অমূল্য রত্নগুলির বহুল প্রচার হয় তক্ষ্ম্য প্রস্কের করেব বৃদ্ধি হইলেও মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই। আশা করি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের স্থায় ইহা সাধারণের নিকট আদৃত হইবে।

কলিকাতা। সন ১১১৭ সাল। वित्वकानम् (मामाङ्गी।

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এবার চাবটা নৃতন ইংরাজী কবিতা সান্নবেশিত ইইল। "ও ছা" ইত্যাদি প্রথম শ্রীরামক্ষণস্থাতে কয়েকটা পাঠান্তব দেওয়া ইইল। ঐ স্থোত্রটা একনে বেলুড় মঠে তারাত্রিকের পর ও অন্তান্ত বছন্তানে নিয়মিভক্ষপে পঠিত ইইয়। থাকে। ছল ও বাকেরণের অনুরোধে ছতীয় সংস্করণ ইইতে উহার কয়েকটা শল পরিবর্ত্তিত ইইয়াছে, কিন্তু স্বামিজীর বভ ভক্তরল তৎকৃত ছল ও বাকেবপগত দোষকে আর্যপ্রয়োগ বলিয়া মনে করেন ও মৃল পাঠটাই আরতি করিয়া থাকেন। স্ত্রাং ভাঁহাদের প্রতির নিমিত্ত উক্ত মূল পাঠগুলিই পাঠান্তরক্ষপে প্রদত্ত ইয়াছে। পুত্তকথানিকে আত্যোপান্ত উত্তমক্ষপে দেখিয়া বিশুদ্ধ করিবারও টেস্টা করা ইইয়াছে। পুত্তকের কলেবর কিঞ্চিৎ বিদ্ধিত ইইলেও সাধারণে এই পুত্তক বছ প্রচারের ছল্প মূল্য পূর্ববিৎ চার আনাই রগা হইল।

কলিকাতা, সন ১৩২২ সাল। विदिकानम (माम्डिंग ।

५ष्ठे मरऋत्रांत विखाना।

ত্র সংসরণে বিভিন্ন বাজি কত স্বানিজীর ক্ষেক্টি ক্ষিতার প্রভান্তবাদ সংযোজিত হুইয়াছে এবং শ্রুবাঢ়ায়া ক্বত নিকাণ্যট্কের সূল্টী দেওয়া ২ইলাছে। Song of the Samya-in এর অন্তবাদ অন্তত্ত্র পুস্তিকাকবো প্রকাশিত হুইয়াছে বলিয়া এই পুস্তক সন্নিবিষ্ট হুইল না।

পুসকের কলেবর বৃদ্ধিত হওয়ায় এবং কাগজাদির মূলা বৃদ্ধির জন্য বাধা ১ইয়া ইহার মূলা এক আনা বৃদ্ধি করিতে হইল।

किन्छ।, भारत, २०२७। विदिकानम (मामाइणै।

সূচী-পত্ৰ

বিষয় ৷			প্ৰ
শ্রীরামক্রমণ্ডেরোণি			>
শ্রীরামক্ষপ্রপামঃ	• • •	, v y	4
শিব-স্থোত্রম্	•	• •	ъ
অস্বা-স্তোত্ৰম্		* * *	> 2
অস্বা-স্থোত্রম্-স্বামী রামক্ষণানন্দ কু	ত অনুবাদ	a •	>4
শ্রীরামকুষ্ণ-আরাত্রিক	• • •	••	₹ 0
শিব-সঙ্গীত	• •		\$ 2
শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত	•		२ २
ग्र िष्ट		•	২৩
প্রলয় বা গভীর সমাধি	•	• • •	₹8
স্থার প্রতি	• • •	• • •	₹8
'নাচুক ভাহাতে শ্যামা'	•••	• • •	२९
'গাই গীত শুনাতে তোমায়'	• • •	4	٠.
সাগর-বক্ষে	• • •	• • •	59
'Hold on yet a while, brav	e heart'		95
Requiescat in Pace	• • •	• • •	8 •
The Song of the Sannyasin	1	• • •	85
To the Awakened India		• • •	88

বিষয়।		शुष्ठा ।
প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি—সামী প্রজ্ঞানন্দ কুত অ	85	
Angles Unawares	•••	a >
Kali the Mother	•••	4.9
মৃত্যুরূপা মাতা—৬সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ	• • •	& 8
Peace	• • •	aa
Who knows how Mother plays	• • •	તહ
Nirvanashatkam or the Six Stanza	l.s	
on Nirvana	•••	4 9
নির্বাণষট্কম্—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যা কৃত	•••	Ca
To the Fourth of July	• • •	'5 •
My play is done	• • •	८२
The cup	• • •	· シ ႘
পেয়ালা -অনুবাদ	•••	৬ ৫
Misunderstood	• • •	৬৭
The Song of the Free	•••	として
জীবশুক্তের গীতি — শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত কৃত অনুবাদ		9•





শ্রীরামক্ষান্তোতাণি

()

ওঁ হাঁং খাতং ক্মচলো গুণজিদ গুণেডাঃ
ন-ক্রন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মন্।
নো-হঙ্গধং বক্তক্তং ন ভাজে যাতোহতং
তথ্যাত্রমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ১॥

অব্য় ও শক্তাগ

রুই বিং (তুমি) গ্রুণ (স্তা) অচলঃ (সিন। গুণজিং (গুণ সর্থাৎ সর, বজা, রমাণজন) গুণজিং (গুণ সর্থাৎ সর, বজা, রমাণজন) গুণজান গুণার করিয়াজন। গুণারা গুণার প্রথাৎ স্থানের সোলা। যতঃ (বেহেতু। সহা (আমি) তব (তোমার) মোহস্কা: মোহ স্থাৎ অজ্ঞান-নিবারক) বহুকৃতা (পুজনীয়। পাদপ্রাণ (পাদপ্রাণ সক্ষণ (বাণিলভাবে) নজন্দ্রং (দিনরাত্রি। ন ভজে (ভজনা করিতেছি না। তামাৎ (সেই হেতু) তে লিনবারো। বন এব (তুমিই) মাল (আমার) শ্রণং (স্থাক্র)।

ব্যাখ্যা

ও ব্রীং তুমি সত্য, স্থির, ত্রিগুণজয়ী, অগচ অগণন মনোগর ওণ্সমূহের দারা স্তবের যোগ্য। যেহেতু আমি তোমার অজ্ঞাননিবারক
পূজনীয় পাদপদা ব্যাকুলভাবে দিনরাত্রি ভজনা করিতেছি না, সেই তেতু
তে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয়॥ ১॥

[?]

ভ-ক্তিভ্রণশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গ-চছন্তালং স্থবিপুলং গমনায় তবং।
ব-ক্রোদ্ধ তম্ম হাদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
ক্রীব্রমের শরণং মম দীনবন্ধো! ২॥
ক্রে-জন্তরন্তি তরসা হায় তৃপ্তত্যভাঃ ।
রা-গে কতে ঋতপথে হায় রামক্ষে। ।
ম-ব্রামৃতং তব পদং মরণোর্ম্মিনাশং
ক্রীব্রমের শরণং মম দীনবন্ধো! ৩॥

ভবভেদকারি। সংসারনাশকারি) ভক্তিং (ভক্তি) ভগং (বৈরাগ্য, জান, বঁ যা প্রভৃতি ঐশায়) ভজনং চ । এবা ভজন) স্থবিপুলং (অতি মহান্) তত্ত্বং তই । গমনায় (আপ্তির জন্তু) অলং গচ্ছন্তি (পায়াপ্ত হয়) ভিদং বচনং (এই বাকঃ বজে ক্ষুত্ত বজু অর্থাৎ মুণ হইতে উদ্ধৃত অর্থাৎ উচ্চারিত হইলেও। তু কিয় মে (আমার) ছদি । ছদেয়ে) চ কিঞ্ছিৎ (কিছু পরিমাণে) ন ভাতি (প্রকাশ পাইতে কি

ঋতপথে সত্যের পথস্কপ নামকৃষ্ণে হয়ি রামকৃষ্ণ তোমাতে) রাগে সংহে (অসুরাগ করা হইলে) হয়ি তোমাতে) তৃপ্তভ্ঞাং (যাহাদের ভ্ঞা অর্থাৎ কামন ভূপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ হইয়াছে—পূর্ণকাম) [জনাঃ (লোকগণ)] তরসা (শীঘ্র) তেজ (রজোওণকে) তরস্তি । অতিক্রম করে), তব (তোমার) মর্ত্যামৃতং (মর্ত্তা স্থাৎ মরণশীল নরলোকের অমৃত অর্থাৎ জীবনস্করণ) পদং (পদ) মরণোর্শ্বিনামং । সাহা মৃত্যুক্রপ উল্মি অর্থাৎ তরস্ককে নাশ করিয়া দেয়) তল্মাৎ ইত্যাদি পূর্ববেৎ ।। ৩ ।।

সংসারনাশকারী ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য এবং ভজন—এই গুলি থাকিলেই সেই অতি মহান্ ব্রশ্বতত্বপ্রাপ্তি হইরা থাকে। (কিন্তু এই কথা) মুখে উচ্চারিত হইলেও আমার অন্তঃকরণে কিছুনাত্র প্রতিভাত হইতেছে না। অতএব হে দীনবন্ধো, তুমি আমার আশ্রয়॥২॥

^{*} পাঠायुत--- বজে । का তো शि क्षारत न स्म ভাতি कि कि ।

[†] পাঠান্তর-ভেজন্তরন্তি হরিতং হয়ি তৃপ্ততৃকাঃ।

[ঃ] পাঠান্তর—রাগং কুতে ঋতপথে, ইত্যাদি।

ক্নত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ফা-ন্তং শিবং স্থবিমলং তব নাম নাথ।
য-স্মাদহং ফশরণো জগদেকগম্য *
তস্মান্তমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ৪ ॥

্ছ] নাথ (প্রভা) তব (তোমার) কৃহকান্তকারি (কৃহক অর্থাৎ মায়া দূর জারি) শিবং (মঙ্গলময়) স্থবিমলং (অতি পবিত্র) কান্তং ('ক' যাহার অন্তে আছে —রামরু 'ক') নাম (নাম) কলুবং (পাপকে) কৃত্যং (করণীয় কার্যা—পুণা) করোতি (করে) [হে] জগদেকগমা জগতের একমাত্র প্রাপ্তবা বস্তু) বস্থাৎ (নেহেজু) অহং - আমি) তু অশরণঃ (নিরাশ্রয়) তন্মাৎ ইত্যাদি পূর্ববিৎ ॥ ৪ ॥

তে রামকৃষ্ণ, সত্যের পথস্বরূপ তোমাতে যে অমুরক্ত হয়, তাহার তোমাকে পাইয়াই সমুদ্য কামনা পূর্ণ হয়, স্কুতরাং সে ব্যক্তি শীঘ্র বজোগুণকে অতিক্রম করে। মরণশীল নরলোকের জীবনস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম মৃত্যুরূপ তর্দ্ধকে নাশ করিয়া দেয়। অতএব হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয়॥ ৩॥

হে প্রভা, ভোমার মায়াদূরকারি মঙ্গলময় অতি পবিত্র ক্ষাস্থ (রামক্লক) নাম পাপকেও পুণ্য করিয়া দেয়। হে জগতের একমাজ প্রাপ্তব্য, যেহেতু আমি নিরাশ্রয়, সেই হেতু হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয়। ৪॥ (२)

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ে। যস্তা প্রেমপ্রবাহঃ লোকাতীতোহ্পাহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্ ত্রৈলোক্যেহপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ ভক্তণ জ্ঞানং বৃত্তবর্বপুঃ সীত্য়া যো হি রামঃ॥ ১

(२)

যক্ত (গাহার) প্রেম প্রবাহ (প্রেমপ্রোডঃ। আচঞালাপ্রতিহতরয়ঃ (চঞালপ্যাপ্ত অপ্রতিহত রয় অর্থাৎ বেগ যাহার), অহত (আহা।)। যঃ (যিনি)। লোকাতীতঃ এপি (অমানুষ স্থাব হুইলেও) লোককলাণ্মাগ (লোকের কলাণের পথ) ন জুটো (তাগ করেন নাই), । যঃ (যিনি) তালোকো অপি (ত্রিভ্রনেও । অপ্রতিম মহিমা। (ফাহার মহিমা। প্রতিম। অর্থাৎ তুলনা নাই ,। যঃ (যিনি) । জানকীপ্রণেবন্ধ । সীতার প্রাণকে বন্ধন করিয়াছেন অর্থাৎ সীতার প্রম প্রেমাপ্রেদ , য়ঃ (য় করেরপুঃ সাহার ব্য অর্থাৎ শেনু তার্থাৎ দেহ, বৃত অর্থাৎ আরুত । ॥ ১ ॥ বৃত্ররবপুঃ সাহার ব্য অর্থাৎ শেন্ত, বৃত্র অর্থাৎ আরুত । ॥ ১ ॥

(>)

যাগার প্রেমস্রোতঃ চণ্ডাল পর্যান্ত অপ্রতিহতবেগ অর্থাৎ চণ্ডালের প্রতিও ঘিনি প্রেম করিতে কৃষ্টিত হন নাই, আহা, যিনি অমান্ত্র্য-স্বভাব হইলেও লোকের কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন নাই (অর্থাৎ সর্ব্বদালোকের কল্যাণিচন্তা ও অনুষ্ঠানেই নিযুক্ত ছিলেন), স্বর্গ মর্ত্ত্যা পাতাল এই ত্রিলোকেও যাগার মহিমার তুলনা নাই, যিনি সীতার পরম প্রেমস্পেদ, যে জ্ঞানস্বরূপ রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দেহ ভক্তিস্বরূপিণী সীতা দ্বারুত—॥ ১॥

স্তন্ধীকৃত্য প্রলয়ক লিতস্বাহবোথং মহান্তং হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিশ্রমিশ্রাম্। গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগজ সোহয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষণস্তি দানীম্॥ ২॥

যঃ (য) [কৃষ্ট বা আহবোথং । যুদ্ধ হইতে উথিত , নহাও প্রতি ভয়ানক)
প্রান্ত কলিতং (প্রলয়সমূত অর্থাৎ প্রলয়তুলা । শক্ষা, শক্ষাক । প্রক্রীকৃতা , প্রক্রিয়া) প্রকৃতিসহজা পাভাবিক জনতামিশ্রমিশা গোব বর অক্সংমাপকাপ ।
বাজিং অজ্ঞানরজনীকে হিছা দূর করিয়া শাও মধ্বম্পি শাও মধ্ব ,
গাঁও গান— গ্রথানে গাঁওাশাস্থ । সিংহনাদ প্রক্রিয়া দ্বন করিয়া
ভিলেন । সঃ অয়ং সেই , প্রথিতপুরুষণ বিংলাত প্রক্ষা ইদানা । শক্ষণে বামক্ষ্ণঃ
ভু রামকৃষ্ণকাপে জাতঃ ভ্রিয়াছেন । ২ ।।

যে রুষ্ণ কুরুক্তেত যুদ্ধের সময় যে ভয়নেক প্রলয় কুলা (ভত্জার) উঠিয়াছিল, তাহাকে স্তব্ধ করিয়া এবং (অর্জুনের) সাভাবিক ঘোরতর সমতামিশ্ররপ অজ্ঞান-রজনীকে দূর করিয়া দিয়া, শাস্ত ও মধুর গাঁত অর্থাৎ গীতাশাস্ত্র সিংহনাদস্বরূপে গর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন---

সেই বিখ্যাতপুরুই একণে রামরুষ্ণরূপে জিনায়াছেন ॥ ২ ॥

অমুবাদ

শ্রেণর প্রবাহ বাঁর আচগুলে প্রবাহত,
প্রেণর প্রবাহ বাঁর আচগুলে প্রবাহত,
লোকহিতে রত সদা, হয়ে যিনি লোকাতীত,
জানকীর প্রাণবন্ধ, উপমা নাহিক যার,
ভক্ত্যারত জ্ঞানবপু—ি যিনি রাম অবতার—
স্তন্ধ করি কুরুক্তেত প্রলয়ের হুহুন্ধার,
দূর করি সহজাত মহামোহ-অন্ধকার,
স্থাভীর—উঠেছিল গীতা সিংহনাদ যাঁর,
সেই এবে রামকৃষ্ণ খ্যাতনামা ত্রিসংসার।

[&]

(0)

नतामव (मन

জয় জয় নরদেব

শক্তিসমুদ্রসমুগতরঙ্গং
দর্শিতপ্রেমবিজ্ঞিতরঙ্গং
সংশয়রাক্ষসনাশমহান্ত্রং
যামি গুরুং শরণং ভববৈত্তং

नंतर्मित (मित

জয় জয় নরদেব 🗓 🕽 🤃

হে] নরদেব । নরের মধ্যে দেবতা । দেব, । তে] নরদেব জয় জয় । তেয়ের জয় ৽ ইউক)। পজিসমূলসমূপতরঙ্গং (পজিসমূল হইতে উৎপন্ন তরঙ্গকরপ। দর্শিতপ্রেমবিজ্ঞিতরঙ্গং (যিনি প্রেমের হারা বিজ্ঞিত অর্থাৎ প্রকাশিত, রঙ্গ অর্থাৎ লীলা দেথাইয়াছেন) সংশয়রাক্ষসনাশমহাশ্রং । সন্দেহরূপ রাক্ষসের বিনাশের জন্ত বিনি মহা অল্লম্বরূপ ভববৈত্যাং (সংসাররূপ রোগের চিকিৎসক্ষরূপ। ওয়ং শর্শং বামি : গুরুর আশ্রয় লই , । তে] নরদেব দেব, নরদেব জয় জয় ॥ ১ ॥

(e)

হে নরদেব দেব, ভোমার জয় হউক। যিনি শক্তিরূপ সমুদ্র হইতে উপিত তরঙ্গরূপ, যিনি প্রেমের নানা লীলা দেখাইয়াছেন, যিনি সন্দেহরূপ রাক্ষসের বিনাশের মহান্ত্রস্বরূপ, সেই সংসাররূপ রোগেরু চিকিৎসক গুরুর আশ্রেয় লই। হে নরদেব দেব, ভোমার জয় হউক।১॥ অদ্বয়ত্ত্বসমাহিত্চিত্তং প্রোজ্জলভক্তিপটাবৃত্তবৃত্ত° কর্মকলেবরমন্তুতচেষ্ঠং যামি গুরুং শরণং ভববৈত্তং

नंतर्पत (पत

करा करा नतान्त ॥ २ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণামঃ

স্থাপকায় চ ধর্মাস্থ সর্ববধর্মাস্বরূপিণে। অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।

সৰয় তত্ত্বসমাহিত চিত্তং (বিতীয়রহিত তত্তে যাঁহার চিত্র একাগ্র প্রোদ্ধনত জিল শন প্রকৃত্ত অতি উদ্ধান ভিজ্ঞিন পট অর্থাৎ বস্তের বার: যাঁহার বৃত্ত অর্থাৎ চরিত্রে আচ্ছাদিত) কর্মকলেবরং (কর্মময় দেহ) অত্তেচেষ্টং (গাঁহার চেষ্টা অর্থাৎ কর্মান করাপ অত্ত \, যামি ইত্যাদি পূর্বেবৎ ।। ২ ।।

সবিতীয় (ব্রহ্ম) তত্ত্বে ঘাঁহার চিত্ত সমাহিত, ঘাঁহার চরিত্র অতি শ্রেষ্ঠ ভিক্তির বারা আচ্ছাদিত (অর্থাৎ ঘাঁহার ভিতরে জ্ঞান, বাহিরে ভিক্তি), ঘাঁহার দেহ কর্মময় অর্থাৎ ঘিনি দেহের দ্বারা ক্রমাগত লোকহিতার্থ কর্ম করিয়াছেন, ঘাঁহার কার্য্যকলাপ অন্তুত, সেই সংসাররূপ রোগের চিকিৎসক গুরুর আশ্রয় লই। হে নরদেব দেব, ভোমার জয় হটক । ২ ॥

গ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণাম:

ধন্মস্ত (ধণ্মের) স্থাপকার (প্রতিষ্ঠাতা) চ (এবং) সর্বাধর্মস্কাপিণে (যিনি সকল ধর্মসক্ষপ অবতারবরিষ্ঠায় (অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) রামকৃষ্ণার তে নমঃ (রামকৃষ্ণ তেমেকে নমস্বার)।।

वित्रामकृत्कत প्रनाम

যিনি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং সকল ধর্মম্বরূপ, যিনি অবতার সকলের মধ্যে প্রেষ্ঠ, সেই রামকুক তোমায় নমস্কার।

[৮]

ওঁ নমঃ শিবায়

নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ

হাকলিভমহিমানঃ কল্পিতা যত্র ভিস্মিন্।

হাবিমলগগনাভে দ্বীশসংস্থেহপানীশে

মম ভবতু ভবেহস্থিন ভাস্তরো ভাববন্ধঃ

যান ইটিছে। নিশিলভূবনজন্তে সভক্ষ প্রেরিছাঃ (সন্দায় জগতের ইংপতি, তেম এথাং স্থিতি, তেক অথাং নাশরূপ প্রেরিছ্ অথাং অক্ষুরসমূহ) এবলিভুমহিমানঃ (অকলিত অথাং অগণন মহিমা অথাং বিভূতিরূপে) করিতাঃ করিত হইযাছে) তিমিন্ অস্মিন্ (সেই এই) স্বিমলগগনাভে। স্থানির্মিল আকাশতুলা। তু ঈশসংস্থে অপি (যিনি ঈশ্বরূপে অবস্থিত কিন্তু) অনীশো (যাহার ঈশ্বর অথাং প্রভূ নাই ু এইবপ , তবে। মহাদেবে) মমা (আমার ভাস্বঃ (উজ্জ্ল, দৃঢ়। ভাববন্ধঃ (প্রেমরূপ বন্ধন ভবত তেউক । । ১ ।)

যাহাতে সমুদয় জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় রূপ অঙ্কুরসমূহ অসংখ্য বিভূতিরূপে কল্লিত, যিনি স্থানির্মাল আকাশের তুল্য, যিনি জগতের ঈশ্বর স্থরূপে অবস্থিত, কিন্তু যাহার আর কেহ নিয়ন্তা নাই, সেই এই মহাদেবে আমার উজ্জল প্রেমবন্ধন হউক ॥ ১॥ নিহতনিখিলমোহেগ্ধীশতা যত্র রাজ়া প্রকটিতপরপ্রেম্বা যো মহাদেবসংজ্ঞঃ। গ্রশিথিলপরিরস্তঃ প্রেমরূপস্থ যস্ত্র কদি প্রণয়তি বিশ্বং ব্যাজমাত্রং বিভূত্বম্।। ১। বহতি বিপুলবাতঃ পূবব সংস্কাররূপঃ বিদলতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোশ্মিমালা।

নিহতনিথিলমোহে বিমুদ্য মোহ বাহ। কর্ক নদ্ধ ইইয়াছে । যত্র বাহাতে অধীশতা (ঈশ্বত্ব) কটা প্রতিষ্ঠিত প্রপ্রেমা প্রকাশিত প্রম প্রেমের দার ।) বং (বিনি মহাদেবসংজ্ঞঃ মহাবেদ এই সংজ্ঞা বা নাম বাহার , যন্ত্র বে, প্রেমরাপত্ত প্রেম্বরূপের) অশিথিলপরিবস্তঃ (অশিথিল, যাহা শিথিত নহে, অর্থাৎ দৃঢ়, পরিবস্থ অর্থাৎ আলিক্ষন) কদি । কদ্যে । বিশং । সমুদ্য । বিভূত্বং (উশ্বয়াকে । বাজ্যাত্র ছলনা বা মায়ামাত্র) প্রণয়তি । করিয়া দেয় । তিল্পিন্ অস্মিন্ ভবে মম ভাত্রণ ভবতু ভাববন্ধঃ—উঠ্ করিতে ইইবে ।। ২ ।।

পূর্বসংক্ষাররূপঃ পূর্বসংক্ষাররূপ বিপুলবাতঃ প্রবল বাস বছতি প্রবাহিত ছাইছেছে), সিঃ (উছা । দুর্গিতা গুণায়মান) উল্মিমাল। ইব তর্জসমূহের ছাইছে বলবুন্দ বলবান্ ব্যক্তিদিগকে) বিদললি দলিত করিতেছে । গুমানমং প্রতিটান্দ ভূমি আমি রূপে প্রতিভাত গলু মুগ্রা ছল প্রচলিত (চলিতেছে গাল

যিনি সমুদর অক্তান নাশ করিয়াছেন, বাহাতে ঈশর্জ পঢ় (স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিত), যিনি (হলাহল পান করিয়া জগতের জীবগণের প্রতি) পর্ম প্রেম প্রকাশ করাতে মহাদেব এই নামে অভিহিত হইয়াছেন, প্রেমস্বরূপ যাহার দৃঢ় আলিঙ্গনে সমুদ্র ঐশ্বর্যাই আমাদের হৃদয়ে মারামাত্ররূপে প্রতিভাত হয় (সেই এই মহাদেবে আমার উদ্ধৃল প্রেমবন্ধন হউক॥ ২॥

[>0]

প্রচলিত খলু মুগ্যং মুম্মদক্ষৎপ্রতীতম্ অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্॥ ৩ জনকজনিতভাবে৷ র্ত্তয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ অগণনবছরূপ৷ যত্র চৈকো যথার্থঃ। শমিতবিকৃতিবাতে যত্র নান্তর্বহিশ্চ তমহহ হরমীড়ে চিত্তর্তেনিরোধম্॥ ৪॥

বিকলিতরপং (অতিশয় বিকৃতরূপ) শিবস্তম্ (শিবে সংস্থাপিত) চিন্তং (চিন্তকে । এই: আমি নৌমি বেশনা করি ।। এ।।

জনকজনিতভাবঃ (কার্যাকারণভাব) চ । এবং) সংস্কৃতাঃ (নির্মান) সূত্রয়ঃ । র্বিসমূহ) অগণনবহরপাঃ (অসংগা নানারূপ) [সন্তি (আছে)], যত্র (যেগানে) চ একঃ । এক বস্তই) যথার্থঃ (সত্য), শমিতবিকৃতিবাতে । বিকাররূপ বায় শাস্ত হইলে , যত্র । যেগানে) অন্তঃ (ভিতর) চ (এবং) বিচঃ । বাহির) ন (নাই), অত্য আহে) তং (সেই) চিত্তবৃত্তঃ (চিত্তবৃত্তির) নিরোধম্ (নিরোধস্রূপ । হর । মহানেবকে) [অহং । আমি) ঈড়ে] (শ্বেব করি) ।। ৪ ।।

পূর্বসংস্থাররপ প্রবল বায়্ প্রবাহিত হইতেছে। ঘূর্ণায়মান তরঙ্গসমূহের স্থায় উহা বলবান্ ব্যক্তিদিগকেও দলিত করিতেছে। তুর্মি
আমি রূপে প্রতিভাত দ্বন্ধ চলিতেছে। সেই শিবে সংস্থাপিত অভিশ্য বিকৃতরূপ চিত্তকে আমি বন্দনা করি॥৩॥

কার্য্যকারণভাব এবং নির্মাল বৃত্তিসমূহ অসংখ্য নানারূপ হইলেও যেথানে একবস্তুই ষথার্থ, বিকাররূপ বাষু শাস্ত হইলে যে ভিতর ও বাহির থাকে না, আহা, সেই চিত্তবৃত্তির নিরোধস্বরূপ মহাদেবকে আমি স্তব করি॥ ৪॥ গলিততিমিরমালঃ শুল্রতেজঃপ্র কাশঃ
ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্রহাসঃ।
বিষ্কিনহাদিগমো নিষ্কলো ধাায়মানঃ
প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ॥ ৫॥
তুরিতদলনদক্ষং দক্ষজাদত্তদোষং
কলিতকলিকলক্ষং কত্রকহলারকান্তম্।

গলিত তিমিরমালঃ । বাঁচা চইতে । অজ্ঞানরপ ় তিমিরমালাং অর্থাৎ এককারসমূ
গলিত অর্থাৎ নই হইরাছে) শুন্রতেজঃপ্রকাশঃ শুন্র জ্যোতির স্থায় বাঁচার প্রকাশ
নবলকমলশোভঃ (শেতবর্ণ পদ্যের স্থায় বাঁচার শোভঃ জ্যানপুঞ্জাট্রচাসঃ । জ্ঞানসমূ
বাঁচার অট্রাক্তকরপ । ব্যামজনহাদিগমাঃ (যিনি সংঘমী ব্যক্তির হাদয়ে প্রাপা) নিক্
বিনি অংশরহিত অর্থাৎ অপভ্যরূপ । ধ্যায়মানঃ ধ্যাত চইয়ং সঃ (সেই মান
রাজহংসঃ । মন । নরপ সরোবরের মধ্যে অবস্থিত । রাজহংস রুপী শিব] প্রশ

ত্রতিদ্লন্দকং (পাপ নাশ করিতে সমর্থ) দক্ষজানন্তনে । দক্ষজা অথ লক্ষজা সতী যাঁহাকে। কথন] দোন দেন নাই, অথবা সতী যাঁহাকে দোঃ অথ পাণি দান করিয়াছিলেন—সতীর সহিত যাঁহার বিবাহ হইয়াছিল—সতীপতি কলি কলিকলকং) যিনি কলির দোষসমূহকে নষ্ট করিয়াছেন ক্ষকহলারকান্তম্ ' স্থ কহলার পুষ্পের স্থায় যিনি মনোহর। প্রহিতক্রণায় । প্রের হিত করিয়ার জা প্রণাশ্রস্থেদ্দিশীত (প্রাণ তাণা করিতে সাঁহার সদাই শীতি নতনয়ননিষ্

যাহা হইতে অজ্ঞানরপ অন্ধকারসমূহ নপ্ত হইয়াছে, শুল্র জ্যোদি ভায়ে যাঁহার প্রকাশ, যিনি খেতবর্ণ পদ্মের ভায় শোভা ধারণ করিয়াছে জ্ঞানরাশি যাঁহার অট্টাভাশ্বরপ, যিনি সংয্যী ব্যক্তির ক্ষমপ্রাপ্য, ফি অথগ্রস্বরূপ, আমার দ্বারা ধ্যাত হইয়া সেই মনোরূপ সরোবরের রাজ্ঞ্ছ রূপী শিব, প্রণত আমাকে বিশ্বিক্তিয়া ৫। পরহিতকরণায় প্রাণপ্রচেছদপ্রীতং নতন্য়ননিযুক্তং নীলকণ্ঠং নযামঃ॥ ৬॥

অসা-স্তোত্ৰম্

কা কং শুভে শিবকরে স্থপত্রগথহান্তে আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্দ্মিভাকে:।

নত—প্রণতজনগণের প্রতি যাঁহার নয়ন নিযুক্ত রহিয়াছে অর্থাৎ ওাহাদের কলাণের জন্ম বিষ্ণান দারা জন্ম বিষ্ণান দারা ক্রিক করিয়াছে, সেই মহাদেবকে । বিষ্ণান আমবণ । নমাসং প্রণাম করি ।। ৬।।

হে শতে কলাণময় শিবকরে কলাণকারিণি সুগতঃগহতে সেগ ও জংগ উভয়ই যাঁছার হত্তবরূপ) মাতঃ, জং তুমি ক। কে তরজন সংসারশ্বপ জল) প্রবাদেশিভক্তে (প্রবল তরজনমূহ দ্বারা) আঘূর্ণিভং ঘূর্ণায়মান হইতেছে)। কং তুমি) কং কং কি সদা এবং সকলোই) বিশ্ব জগতে বছধা নানা-

যিনি পাপনাশ করিতে সমর্থ, দক্ষকন্তা সতী যাঁহাতে কখন দোষদর্শন করেন নাই, অথবা সতী যাঁহাকে পাণিপ্রদান করিয়াছিলেন, যিনি কলিদোবসমূহ নাশ করেন, যিনি স্থলর কহলার পুল্পের ন্তায় ননোহর, পরের কল্যাণার্থ প্রাণত্যাগ করিতে যাঁহার সদাই প্রীতি, প্রণত ব্যক্তি-গণের কল্যাণ করিবার জন্ত যাহার চক্ষ্ সর্কদা তাহাদের প্রতি নিয়ক্ত বহিয়াছে, সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি॥ ৬॥

শান্তিং বিধাতুমিই কিং বহুধা বিভগ্নাম্ মাতঃ প্রযক্তপরমাসি সদৈব বিশ্বে॥ ১॥ সম্পাদয়ন্ত্যবিরতং শ্ববিরামর্তা যা বৈ স্থিতা কৃতফলং প্রকৃতস্থানেত্রা। সা মে ভবস্থুদিনং বরদা ভবানী জানামহেং প্রকর্মপাশা॥ ২॥

প্রকারে বিভয়াং ভার ইইয়া গিয়াছে যে) শাস্তিং লাস্তি , বিধাতুং । বিধান অর্থাং প্রতিষ্ঠা করিবার জন্স) ইইন এখানে প্রযাত্তপরমান যত্নপর) আসি (ইইতেছ ।।। ১।। যা যে তু অবিরামবৃত্ত। নিয়ত ক্রিয়াশীলা তাবিরতং (সকাদা) কৃতকলা ক্রিকার্কার ফল) সম্পাদয়ন্তী , সংযোজনা করিয়া বৈ স্থিত। (অবস্থিত।) যা যিনি) তু অকৃতস্থা মুক্তিপদের । নেত্রী , যিনি লাইয়া যান) সা (সেই) ভবানী লিবা) মে , আমার প্রতি , অনুদিনং প্রতিদিন, স্কাদা) বরদান বরপ্রদানকারিণী; ভবতু হিটন)। অহং (আমি) ধ্বং বিশিষ্ট । জানামি (জানি) ইয়ং । ইনি , বুতকম্মপাশা যিনি কম্মরূপ রক্ষ্ণ ধরেণ করিয়া আছেন)।। ২।।

হে কল্যাণময়ী মাতঃ, স্থুগ ও ছঃখ তোমার হস্তদ্ধর, তুমি কৈ ? সংসাররূপ জল প্রবল তরঙ্গসমূহ দ্বারা ঘূর্ণায়মান হইতেছে। তুমি কি সক্ষদাই নানাপ্রকারে ভগ্ন শান্তিকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম এখানে যত্নপর হইতেছ ? ১॥

যে নিয়তক্রিয়াশীলা দেবী দর্মদা ক্লতকর্মের ফল সংযোজনা করিয়া অবস্থিতা, (যাহাদের কর্মাক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে) যিনি মোক্ষ-পদে লইয়া যান, মেই ভবানী আমার প্রতি দর্মদা বরপ্রদায়িনী হউন। আমি নিশ্তিত জানি, তিনি কর্মাক্রপ রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন॥ ২॥

কিং বা কৃতং কিমকৃতং ক কপাললেখঃ
কিং কর্ম্ম বা ফলমিহান্তি হি যাং বিনা ভোঃ
ইচ্ছাগুণৈনিয়মিতা নিয়মাঃ স্বতদ্ধৈঃ
যক্তাঃ সদা ভবতু সা শরণং মমাগু।। ৩॥
সন্তানয়ন্তি জলধিং জনিমৃত্যুজালং
সন্তাবয়ন্ত্যবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্।

ভো: (হ) [জনা: (নরগণ)] যাং (বাঁহাকে) বিনা (ব্যতীত) কিং বা কৃতং (পুণাই বা কি) কিং (কি) অকৃতং (অকর্ম বা পাপ) क (কোধার) কপাল-লেখং (কপালের লেগা) কিং বা (কি বা) কর্ম ফলং (কর্ম ও তাহার ফল) ইহ (এই জগতে) অন্তি (আছে) হি। যক্তাঃ (বাঁহার) সত্তম্ভে (বাধীন) ইচ্ছাগুণে: (ইচ্ছারূপ রজ্জু দারা) নিয়মাঃ (নিয়মসমূহ) নিয়মিতাঃ (পরিচালিত) সা (সেই) আন্তা (আদিকারণস্করপা দেবী) মম (আমার) সদা (সর্বাদা) শরণং (আশ্রয়স্করপ) ভবতু (ইউন) ।। ৩ ।।

ইহ (এই সংসারে) যন্তাঃ । যাহার ; অমিতশক্তিপালাঃ (অপরিমিত শক্তিশালাঁ) বিভূতয়ঃ (বিভূতিসমূহ) জনিমৃত্যুজালাং (জন্মমৃত্যুজালরপ) জলধিং (সমুদ্রেক) সম্ভানয়ন্তি (বিস্তার করিতেছে), অবিকৃতং (অবিকারি বস্তুকে) বিকৃতং বিভগ্নম্ (বিকৃত ও ভগ্ন) সভাবয়ন্তি (করিতেছে), বদ (বল) তাং তাহাকে ন আশ্রিতঃ (আশ্রম না করিয়া) কৃতঃ (কোপায়) শরণং (আশ্রম) ব্রজামঃ (লই) ৪ ॥

হে (নরগণ) এ জগতে যাঁহা ব্যতীত ধর্ম বা অধর্ম অথবা কপালের শেণা, বা কর্ম বা (তাহার) ফল, এ সকল কিছুই হইতে পারে না, যাঁহার স্বাধীন ইচ্ছারূপ রজ্জু দারা নির্মসমূহ পরিচালিত, সেই আদি-কারণস্বরূপা দেবী সর্বাশ আমার আশ্রেম্বরূপ হউন॥ ৩॥

এই সংসারে থাহার অপরিমিতশক্তিশালী বিভূতিসমূহ জন্মমৃত্যু

[>a]

যক্তা বিভূতয় ইহামিতশক্তিপালাঃ
নাশ্রিত্য তাং বদ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ॥ ৪॥
মিত্রে রিপৌ স্ববিষমং তবপদ্মনেত্রম্
সম্ভেহস্থে স্ববিভথস্তব হস্তপাতঃ।
ছায়া মৃতেস্তব দয়া স্বমৃতক্ষ মাতঃ
মুক্ষন্ত মাং ন পরমে শুভদৃষ্টয়স্তে॥ ৫॥

তবং তোমার; পরানেতাং পেরাতুল্য চকু / মিত্রে রিপৌ (বন্ধুর ও শক্রর প্রতি)
তু অবিষমং (সমান) করে হরু ব্যক্তিতে (অহণে অহথী ব্যক্তিতে) তব (তোমার)
তু অবিতথং (এক ভাবে) হন্তপাতঃ (হন্তপ্রদান); [হে] মাতঃ, মৃতেঃ (মৃত্যুর)
হারা চ অমৃতং তু এবং অমৃত বা জীবন ([এইউভরই) তব (তোমার) দরঃ।
[হে] পরমে (সর্বাপেকা যিনি উৎকৃষ্ট বা ভোঠ) তে (তোমার) শুভদৃষ্টরঃ শুভদৃষ্টিসমূহ) মাং (আমাকে) ন মুক্তে (পরিত্যাগা না করুক)।। গো

জালরপ সমুদ্র বিস্তার করিতেছে এবং অবিকারী বস্তুকে বিক্নত ও ভগ্ন করিতেছে, বল, তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া কাহার শরণ লইব ? ৪ ॥

শক্ত মিত্র সকলের প্রতিই তোমার পশ্মনেত্র সমানভাবে নিকিপ্ত হইতেছে, স্থী ছংখী সকল ব্যক্তিতে একভাবে তুমি হস্ত প্রদান করিতেছ। হে মাতঃ, মৃত্যুচ্ছারা ও জীবন এই উভরই তোমার দরা। হে পরমে, ভোমার শুভদৃষ্টিসমূহ আমাকে যেন পরিত্যাগ না করে॥ ৫॥

1 [36]

কাম্বা শিবা ক গৃণনং মম হীনবুকেঃ দোর্ভ্যাং বিধর্ত্ত মিব যামি জগদিধাত্রীং। চিন্তাং শ্রিয়া স্কচরণং মুভয়প্রতিষ্ঠং সেবাপরৈরভিমুতং শরণং প্রপত্তে॥ ৬॥

্ন। সেই) বিনা (মঙ্গলময়া। অন্ব। মাত। ক। কোপায়), ইনবুদ্ধে মম : হানবৃদ্ধি আমার) গৃণনং (স্তববাকা। ক। কোপায়), দোর্ভাাং (ছুই হস্ত দার। জগদিবাত্রীং (জগতের বিধাত্রীকে) বিধর্ত্বং (ধরিতে) ইব (যেন) যামি (যাইতেছি।। প্রিয়া লক্ষ্মীর শ্বারা) চিন্তাং (চিন্তনীয়) অভয়প্রতিষ্ঠং (অভয়ের অর্থাৎ নৃত্তির প্রতিষ্ঠা যাহাতে) সেবাপরেঃ (সেবাপরায়ণ ব্যক্তিগণের দ্বারা) অভিমুক্তং (বন্দিত) স্করণং (স্বন্দর পাদপদ্মে) শ্বণং (আশ্রয়) প্রপদ্মে (লইলাম)। ৬।।

সেই কল্যাণকারিণী মাতাই বা কোথার এবং হীনবুদ্ধি আমার এই স্থবাকাই বা কোথার ? আমি আমার এই (কুন্ত) হই হস্ত দারা জগতের বিধাতীকে যেন ধরিতে উন্তত হইরাছি। লক্ষী ধাহার চিস্তা করেন, যাহাতে মুক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেবাপরায়ণ জনগণ যাহার বন্দনা করেন, আমি সেই স্থবার পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম। ৬।

34

যা শাং চিরায় বিনয়ভাতিত্বঃখমার্কোঃ वामिषिकः सकलिएकः लिएकर्विनारमः। যা মে মতিং স্থবিদধে সততং ধরণ্যাং मान्या निवा मम গতिঃ मक्लिश्क्ल वा ii १ ॥

যা (যিনি) মান্ ৷ আমাকে) চিরায় (চিরদিন ধরিয়া) আসিদ্ধিত: (সিঞ্চি-नां छ इख्या भगान्छ । स्कनिरेठः (निक कृष्ठ) ननिरेठः (मरनाङ्य) विनारेमः (नीना ষার।) অতিহঃপমার্গিঃ (অতি হুঃপময় পথ দিয়া) বিনয়তি (লইয়া ষাইতেছেন), যা (যিনি) সততং (সর্বদা) ধরণ্যাং (পৃথিবীতে) মে (আমার) মতিং (বুদ্ধিকে) স্বিদধে (মু অর্থাৎ উত্তমরূপে পরিচালিত করিতেছেন) সা (সেই) শিব। (কল্যাণময়ী) অম্বা (মাতা) সফলে (ফললাভ করিলেও) বা অফলে (অথবা ফললাভ না করিলেও) মম (আমার) গতিঃ (গতি) ॥ ។ ॥

যিনি সিদ্ধিলাভ পর্যাস্ত চিরদিন আমাকে নিজকৃত মনোহর লীলা দারা অতি তঃখনম পথ দিয়া লইয়া যাইতেছেন, যিনি সর্কদা পৃথিবীতে यागात वृक्षित्क উত্তযরূপে পরিচালিত করিতেছেন, আমি সফলই হই আর নিদ্দলই হই, সেই কল্যাণময়ী জননীই আমার গতি॥१॥

অমা-ভোত্ৰম্

(स्रामी রামকৃষ্ণানন্দ কর্ত্তক অনূদিত) ()

তুলি ঘোর উর্ণ্মিভঙ্গে, মহাবর্ত্ত তার সঙ্গে,

এ ভবসাগরে কে মা খেলিতেছ বল না ? শিবময়ী মূর্ত্তি তোর, শুভঙ্করি একি ঘোর,

ञ्चथ प्रःथ धित्र करत्र कत्र मत्य इनना। এত কি তোমার কায়, সদা ব্যস্ত বিশ্বমাঝ,

অশান্ত ধরায় কি গো শান্তিদান বাসনা ?

[>~]

(\ \)

যে ছিঁড়েছে কর্ম্মপাশ, তারে করি চিরদাস,
নিত্যশান্তি স্থধারাশি পিয়াতেছ জননি,
কার্য্য করি ফল চায়, কৃত ফল দিতে তায়,
সদাই আকুল তুমি ও গো হরঘরণি,
জানি মা তোমায় আমি, কর্ম্মপাশে বাঁধ তুমি,
বেঁধো না বরদে মোরে নাশ তুঃখরজনী।

(0)

কি কারণে কার্য্যচয়, জগতে প্রকট হয়,
স্থাকৃত তুদ্ধৃত কিম্বা ললাট লিখিত রে,
কেহ না দেখিয়া কূল, কহয়ে অদৃষ্ট-মূল,
ধর্ম্মাধর্ম্মে স্থখ তুঃখ এ নহে নিশ্চিত রে,
স্বতন্ত বিধানে যাঁর, বন্ধ আছে এ সংসার,
সে মূল শক্তির আমি সদাই আশ্রিত রে।

(8)

যাঁহার বিভূতিচয়, লোকপাল সমুদ্য়,
যাঁদের অমিত শক্তি কোম বাধা মানে না,
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, যে সাগরে নিরবধি,
সে অনস্ত জলনিধি যাঁহাদের রচনা,
প্রকৃতিবিকৃতিকারী, এই সব কর্ম্মচারী,
যাঁর বলে বলীয়ান, কর তাঁরি অর্চনা।

(a)

মা তোমার কুপাদৃষ্টি, সমভাবে স্থাবৃষ্টি,
শক্র মিত্র সকলের উপরেই করে গো,
সমভাবে ধনী দীনে, রক্ষা কর নিশিদিনে,
মৃত্যু বা অমৃত, চু'য়ে তব কুপা ঝরে গো,
যাচি পদে নিরুপমে, ভুল না মা এ অধমে
শুভদৃষ্টি তব যেন সর্বতাপ হরে গো।

(&)

বিশ্বপ্রসবিনী তুমি, ক্ষুদ্রবৃদ্ধি জীব আমি,
করিব তোমার স্তুতি র্থা এই কল্পনা।
সীমাহীন দেশকালে, ধ'রে আছ বিশ্বজালে,
তোমায় ধরিতে হাতে উন্মাদের বাসনা,
আকিঞ্চন ভক্তিধন, রমাভাব্য যে চরণ,
সে পদে শরণ পাই এই মাত্র কামনা।

(9)

স্বরচিত লীলাগার, মনোহর এ সংসার,
স্থ তুংখ ল'য়ে যথা নানা খেলা খেলিছ,
পূর্ণ জ্ঞান দিবে তাই, জন্ম হতে স্থখ নাই,
তুংখপথ দিয়া মোর করে ধরি চলিছ,
সফল নিম্ফল হই, কভু বুদ্ধিহারা নই,
ভোমারি প্রসাদে তুমি সদা মোরে রাখিছ,
তুমি গতি মোর তাই স্নেহে মা গো পালিছ।

[२०]

শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক

মিশ্র—চৌতাল

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নরর্রপধর, নিগুণ গুণময়॥
মোচন-অ ংদূষণ (১), জগভূষণ, চিদ্ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায়॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির-উম্মদ প্রোম-পাণার।
ভক্তার্জ্জন-যুগলচরণ, তারণ ভব-পার॥
জ্ব্জিত-যুগ-ঈশর (২), জগদীশর, যোগসহায়।
নিরোধন, সমাহিত মন নির্মি তব কুপায়॥
ভঞ্জন-তঃখগঞ্জন (৩), করুণাঘন, কর্ম্ম-কঠোর। (৪)
প্রাণার্পণ-জগত-তারণ, কৃত্তন-কলিডোর॥ (৫)
বঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়-রাগ।
ভাগীশর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ॥
নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান্।
নিজারণ-ভকত-শরণ, তাজি জাতিকুলমান॥ (৬)

- (১) মোচন-অঘদুষণ—বিনি, দূষণ অর্থাৎ মাকুষকে দূষিত করে এমন যে অঘ অর্থাৎ পাপ তাহাকে মোচন করেন।
 - (২) জ্ভিত-যুগ-ঈশর— যিনি যুগ-ঈশররূপে প্রকাশিত হন।
 - (৩) ভঞ্জন-তুঃথগঞ্জন--ি যিনি তুঃখের গঞ্জনাকে ভঞ্জন অর্থাৎ দূর করিয়াছেন।
 - (8) कर्मकर्छात्र--कर्म्म शिनि कर्छात्र व्यर्धार पृष्ट--कर्मवीत्र।
 - (৫) कुछन-कलिए। त-शिनि कलित वसन एक एक कित्रशाहन।
- (৬) নিষ্ণারণ····কুলমান—জাতিকুলমান না দেখিয়া যিনি বিনা কারণে ভক্তকে আশ্রয় দান করেন।

সম্পদ তব শ্রীপদ, তব-গোষ্পদ-বারি যথায়। প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন-ত্রঃখ যায়॥

পূর্বের এই গানটি নিম্নলিথিত ভাবে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু স্থরের বিভিন্নতার জন্ম সাধারণ গায়কের পক্ষে গাতটি কঠিন হইয়া উঠে। সেই-জন্ম সামীজি পরে উহার পূর্বেগিক্তরূপ পরিবর্ত্তন করেন।

গণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্ধন, বন্ধি ভোমার।
নিরঞ্জন, নররূপধর নিপ্ত্রণ গুণময়॥
নমো নমো প্রভু বাক্য-মনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হাদিকন্দর
তুমি ত্যভঞ্জনহার। (১)
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতরন্দ, আরতি ভোমার॥

শিব-সঙ্গীত

(2)

কর্ণাটি—একভাল

তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা, বোম্ বব বাজে গাল। ডিমি ডিমি ডিমি ডমক বাজে ছলিছে কপাল-মাল। গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উপরে অনল ত্রিশূল রাজে, ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশান্ধ-ভাল।

⁽১) ভষভশ্বনহার—অজ্ঞানদূরকারী।

(২)

তাল—স্থরফাঁকতাল

হর হর তৃতনাথ পশুপতি। যোগেশর মহাদেব শিব পিণাকপাণি॥ উর্দ্ধ জ্বলম্ভ জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল, সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী॥

।ক্ষিঞ-সঙ্গীত

মূলতান— ঢিমা ত্রিতালী
মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া
যানেকো দে

যানেকো দেরে সেঁইয়া

যানেকো দে (আজু ভালা)॥

মেরা বনোয়ারী, বাঁদি তুহারি ছোড়ে চতুরাই সেঁইয়া

যানোকো দে (আজু ভালা)

(মোরে সেঁইয়া))।

যমুনাকি নীরে, ভরোঁ গাগরিয়া জোরে (১) কহত সেঁইয়া

यात्निका (म ॥

লোরে—লোড় হাত করিয়া; করজোড়ে।

খাস্বাজ—চৌতাল

একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামি-কাল-হীন, দেশহীন, সর্ববহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়॥ সেথা হতে বহে কারণ-ধারা ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা. গরজি গরজি উঠে তার বারি. অহমহমিতি সর্বক্ষণ ॥ সে অপার-ইচ্ছা-সাগরমাঝে. অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে, কতই রূপ, কতই শক্তি. কত গতি স্থিতি কে করে গণন॥ কোটি চন্দ্ৰ, কোটি তপন লভিয়ে সেই সাগরে জনম, মহাঘোর রোলে ছাইল গগন. করি দশদিক্ জ্যোতিঃ মগন ॥ তাহে বদে কত জড় জীব প্রাণী, স্থুখ জুরা জনম মরণ, সেই সূর্য্য তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ ॥

/ [38]

প্রলয় বা গভীর সমাধি

বাগেশ্রী—আড়া

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাক্ষ স্থনর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
শব্দুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্থোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্রণ॥
সে ধারাও বদ্ধ হল, শৃষ্টে শৃষ্ট মিলাইল,
অবাঙ্মনসোগোচরম, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

সখার প্রতি

আঁধারে আলোক অনুভব, তঃখে স্তথ, রোগে স্বাস্থ্যভান; প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, (১) হেথা স্থথ ইচ্ছ মতিমান ? দ্বস্থুদ্দ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান; 'স্বার্থ', 'সার্থ', সদা এই রব, হেথা কোথা শাস্তির আকার ? সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়, (২)—কেবা পারে ছাড়িতে সংপার ?

- (>) যেথানে ক্রন্সনটাই শিশুর জীবনের অন্তিছের প্রমাণস্বরূপ, সেথানে বৃদ্ধিনান্ কথনও স্থ প্রত্যাশা করেন না। এই সংসার মারার রাজ্য কি না, তাই সমস্ত দিপরীত দেখি—যথা ছঃথে স্থ অসুভব ইত্যাদি। এথানে মন্দ বস্তুকে ভাল বলিয়া বোধ হয়।
- (২) নরক কর্দধ্য স্থান, ছংথের আলয় হইলেও, তাহা স্বর্গ, স্থান, আনন্দভূমি ৰলিয়া বোধ হয়। সেই একই ভাব,—'ছংধে স্থ' ইত্যাদি।

28009/043 6-125/20036

কর্ম-পাশ গলে বাঁধা যার—ক্রীতদাস বল কোথা যায় ? ংযাগ-ভোগ, গৃহস্থ সন্ন্যাস, জপতপ ধন উপাৰ্জ্জন, ত্রত ত্যাগ তপস্থা কঠোর, সব মর্ম্ম দেখেছি এবার : ক্রেনেছি স্থথের নাহি লেশ, শরীর ধারণ বিড়ম্বন; যত উচ্চ তোমার ক্রনয়, তত তুঃখ জানিহ নিশ্চয়। হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান: লোহপিণ্ড সহে যে আঘাত মর্ম্মর-মূরতি তা কি সয় ? হও জড়প্রায় অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল— সত্যহীন, স্বার্গপরায়ণ, তবে পানে এ সংসারে স্থান। বিগ্রাহেতু করি প্রাণপন, অর্দ্ধেক করেছি আয়ুঃক্ষয়— প্রেমহেতু উন্থাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়; ধর্মাত্ররে করি কতমত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়: নদীতীর পর্মত গহবর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়। অসহায়—ছিন্নবাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ— ভগ্নদেহ তপস্থার ভারে কি ধন করিমুইউপার্জ্জন ? ्मान विल मत्रामत कथा, (জानिছ जीवान मजा मात--তরঙ্গ-আকুল ভববোর, এক তরী করে পারাপার— —মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান, ত্যাগ-ভোগ-বুন্ধির বিভ্রম, 'প্রেম', প্রেম', এই মাত্র ধন। জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশর, ভূত, প্রেত আদি দেবগণ, পশু, পক্ষী, कींछ, অণুকींछ, এই প্রেম হাদয়ে সবার। '(मव', '(मव' यल आंत्र (कवा ? (कवा यल मवाद्र ठालांग ? श्रुक्कारत मार्य (मय প्रांग, मञ्जा रहा । (श्राप्त (श्राप्त ।

হয়ে বাক্য-মন অগোচর, স্থাখে তুঃখে তিনি অধিষ্ঠান মহাশক্তি কালী মৃত্রূরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন। রোগ, শোক, দারিদ্র্যা-যাতনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ ফল, সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে 🥍 🕆 ভ্ৰান্ত সেই যেবা স্থখ চায়, তুঃখ চায় উন্মাদ সে জন---মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ত্ব বৃথা আকিঞ্চন। যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ, এই সেই সংসার-জলধি, তুঃখ স্থখ করে আবর্ত্তন। পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পলাবার— বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর র্থায় উত্তম 🤊 ছাড় বিতা জপ যজ্ঞ বল, স্বাৰ্থহীন প্ৰেম যে সম্বল: দেখ, শিক্ষা দেয় পত্রসম—অগ্নিশিখা করি আলিজন। রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয় : হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুত্তে কর বিসর্জ্জন। ভিক্ষুকের কবে বল স্থুখ ? কুপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ? माও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল। অনস্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিভ্যমান, "দাও, দাও"—যেবা ফিরে চায়, তার সিশ্ব বিন্দু হয়ে যান ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্ববভূতে সেই প্রেমময়, মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সরার পায়। বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ? कीरित (थ्राम करत रावें कान, रावें कान राविष्ट जेंगत।

[29]

'নাচুক তাহাতে খ্যামা"

্রিই কবিতায় কোমল ও কঠোর ভাবের চিত্র পাশাপাশি দেখান হইয়াছে। কোমলতা সকলের প্রিয়, তাহাও বলা হইয়াছে—"মন চায় হাসির হিন্দোল……" ইতাদি। কঠোরভাব কেহ চায় না, সকলেই উহা হইতে দুরে থাকিতে চায়। কিছে কোমলপ্রাণত। যদি দারিদ্রা, ত্রংখ, রোগ, মহামারী ইত্যাদি দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হয়, তবে সে কোমলতা যে যথার্থই তুর্বলতাও কাপুরুষতাও উহাকে দূর করিয়া সদাই মৃত্যুকে আলিঙ্গনে প্রস্তুত থাকাই যে বীরত্বও মনুষ্যত্ব এবং এইয়প কঠোর ভাবুকের হৃদয়ে যে গ্রামা নৃত্যু করেন, তাহা অপুর্বর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

ফুল্ল ফুল সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে।
শুল্র শলী যেন হাসি রাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাবাসে॥
মৃতুমন্দ মলয়পবন, যার পরশন, শ্মৃতিপট দেয় খুলে।
নদী, নদ, সরসী-হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা কমল দোলে॥
ফেনময়ী, ঝরে নির্মরিণী, তানতরঙ্গিণী, গুহা দেয় প্রতিধ্বনি।
স্বরময় পতত্রিনিচয়, (১) লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগবাণী॥
চিত্রকর, তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণতুলিকর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে।
বর্ণখেলা ধরাতল ছায়, রাগ-পরিচয়, ভাবরাশি জেগে ওঠে॥

মেষমন্দ্র কুলিশ-নিস্নন, মহারণ, ভূলোক-ত্যুলোক-ব্যাপী।

অন্ধকার উগরে আঁখার, হুন্তকার শ্বসিছে প্রলয় বায়ু॥

ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায় করাল বিজলী জ্বালা।

ফেনময় গর্জিজ মহাকায়, উর্ম্মি ধায়, লক্তিতে পর্বতচূড়া।

খেবি ভীম গন্তীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা।

পৃথীচেছদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্গ হয়ে যায় বেগে॥

⁽১) শ্বরময় পতত্রিনিচয়—পশিসমূহের যেন সঙ্গু কোন অন্তিত্ব নাই, উহারা যেন কতকগুলি শ্বের সমষ্টিশ্বরূপ।

[२৮]

শোভাময় মন্দির আলয়, ব্রদে নীলপয়, তাহে কুবলয়শ্রেণী।
দ্রাক্ষাফল-হৃদয়-রুধির, (১) ফেনশুভ্রশির, বলে মৃত্র মৃত্র বাণী॥
শ্রুতিপথে বীণার ঝক্ষার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে।
কতমত ব্রজের উচ্ছ্বাস, গোপী-তপ্তশ্বাস, অশ্রুত্রাশি পড়ে বয়ে॥
বিশ্বফল যুবতী-অধর, ভাবের সাগর, নীলোৎপল ছটি আঁথি।
ছটি কর—বাঞ্চা অগ্রসর, প্রেমের পিঞ্জর, তাহে বাঁধা প্রাণপার্থী॥

ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্র্ ঝর্র্ দামামা নক্কাড়, বীর দাপে কাপে ধরা।
যোষে তোপ বব-বব-বম, বব-বব-বম বন্দুকের কড়কড়া॥
ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরজি অনল বমে শত জ্বালামুখী।
ফাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়, আসোয়ার
যোড়া হাতী॥

পৃথীতল কাঁপে থর থর, লক্ষ অশ্বর—পৃষ্ঠে বীর—ঝাঁকে রণে। জেদি ধুম গোলা বরিষণ, গুলি স্বন্ স্থন, শত্রুতোপ আনে ছিনে॥ আগে যায় বীর্য্য-পরিচয় পতাকা-নিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্তধারা। সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক দল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা॥ ঐ পড়ে বীর ধবকাধারী, সম্ম বীর তারি ধবকা লয়ে আগে চলে। তলে তার তের হয়ে যায় মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে॥

দেহ চায় স্থাখের সঙ্গম, চিত্ত-বিহঙ্গম সঙ্গীত-স্থাধার ধার। মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে তুখের পার॥

⁽১) মদ। জাকাফলের রস (হৃদর রুধির) হইতে মদ প্রস্তুত হয়; উহা প্লাসে ঢালিলেই উপরটা সাদা ফেনাযুক্ত হয় ও মৃতু মৃতু শব্দ করে।

ছাড়ি হিম শশাক্ষচ্ছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্ণতপন-জ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্মিশ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো॥ (১)
মুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর ঘ্রখে যার ভালবাসা।
মুখে ঘুখ, অমৃতে গরল, কঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণ ধার, রুধির-উদ্পার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, স্থখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া। (২)
করালিনি, কর মর্মাচেছদ, হোক মায়াভেদ, স্থখম্বপ্র দেহে দয়।॥
মৃগুমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অটুহাস, নগ্ন দিক্বাস, বলে মা দানবজয়ী॥ (৩)
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময় কোথা যায় কেবা জানে
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুস্ত ভরি, বিতরিছ জনে জনে॥

- (১) প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর····ভালো—চন্দ্রের প্রাণ সূর্যা। কিন্তু সূর্যাকে ছাড়িয়া চন্দ্রই সকলের ভাল লাগে! কোমল ভাব এতই সকলের প্রিয়!!
- (২) সত্য তুমি মৃত্যুরপ। কালী ·····মারার ছারা—প্রচণ্ড স্থ্যকিরণই যেমন সত্য, রিশ্ধ চন্দ্র কিরণ যেমন তাহারই ছারামাত্র, রুদ্রভাবই সেইরূপ যথার্থ সত্যম্বরূপ, প্রাণম্বরূপ আর কোমলভাব (স্থবনমালী) সেই রুদ্রভাবের ছারামাত্র। স্থবনমালী—অক্স কোন ভাবরাহিত্যবশতঃ বিলাসভাবোদ্দীপক। এই সকল ভাব আপাত্মধুর হইলেও প্রাণদ, বলদ নহে।
- (৩) মৃত্যালা লানবজয়ী—কেবল মাত্র 'স্থময়' ভাবে কতদ্র কাপ্রবৃদ্ধ আসিতে পারে, তাহা দেখান হইয়ছে। খ্যামামায়ে সাধন করিতে বাইয়া মার মৃত্যালা দেখিয়া 'ভয়ে কিরে চার' আর 'নাম দের দয়ায়য়ী'। অপিচ মাকে ভয়ে 'দানবজয়ী' বলে। এথানে সাধকের খ্যামা মায়ের উপর প্রেম, ঐতি নাই—আছে তাহার ছনে ভয়, কাপ্রবৃতা। খ্যামা তথন 'মা' নন, পরস্ত 'দয়াময়ী' ও 'দানবজয়ী'।

রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ন্ধরা।

হখ চাও, স্থখ হবে বলে, ভক্তিপূজাছলে স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা॥

ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।

কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্ম ব্যবহার! মর্দ্ম কথা বলি কাকে ? (১)
ভাঙ্গ বীণা প্রেমস্থধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া।

আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ, যাক্ কায়া॥

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্থপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?

তুঃখ ভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির ভাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥

পূজা ভাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।

চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

"গাই গীত শুনাতে তোমায়"

গাই গীত শুনাতে তোমায়, ভাল মন্দ নাহি গণি, নাহি গণি লোকনিন্দা যশ কণা। দাস ভোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে।

(২) ছাগকণ্ঠ কাকে—বলি দিতে গিয়া রক্ত দেথিয়া ভয়ে কম্পিতদেই। ভয় অবসাদ ইত্যাদি তুর্বলতার লক্ষণ। প্রেমে মামুষকে নির্ভীক করে। এদিকে স্বার্থসিদ্ধির আশায় হয় ত কাহারও সর্বনাশ করিবার জন্মই পূজার আয়োজন। কিন্তু রক্ত দেথিয়াই ভয়ে অস্থির!!

আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে, তাই ফিরে দেখি তব হাসি মুখ। ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই, জন্মমৃত্যু মোর পদতলে। দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে: তব গতি নাহি জানি ! মম গতি—তাহাও না জানি। কেবা চায় জানিবারে ? ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত, জপ তপ সাধন ভজন, আজ্ঞা তব, দিয়েছি তাড়ায়ে: আছে মাত্ৰ জানাজানি আশ, তাও প্রভু কর পার। চকু দেখে অখিল জগৎ, না চাহে দেখিতে আপনায়, (১) किन वा पिथित ? (मर्थ निक क्रिंग (मिथ्ल भर्त्र गूथ। তুমি আঁখি মম, তব রূপ সব্ব ঘটে। ছেলেখেলা করি তব সনে, কভু ক্রোধ করি তোমা পরে. যেতে চাই দূরে পলাইয়ে;

⁽১) চকু দেখে তাপনায়—সমস্ত বিশ্বকে দেখিয়া চকু আর আপনাকে দেখিতে চার না। কারণ পরে বর্ণিত হইয়াছে।

শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে, নিবৰ কি আনন, ছল ছল আখি, চাহ মম মুখপানে।-অমনি যে ফিরি, তব পায় ধরি, কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি। ভূমি নাহি কর রোষ। পুক্র তব, অন্থ কে সহিবে প্রগলভতা 🥍 প্রভু ভূমি, প্রাণসখা ভূমি মোর। কভু দেখি আমি ভূমি, ভূমি আমি। বাণী ভূমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোব, তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী। সিন্ধরোলে তব হুহুঙ্কার, চন্দ্রসূর্য্যে তোমারি বচন, মৃত্যুমন্দ প্ৰবন—আলাপ. এ সকল সত্য কথা। কিন্তু মানি অতি স্থুল ভাব, তত্ত্তের এ নহে বারত।। স্য্যচন্দ্র চল গ্রহ ভারা, কোটি কোটি মগুলীনিবাস ধূমকেতু বিজলি আভাস, স্থবিস্তৃত অনস্ত আকাশ মন দেখে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি,

ভঙ্গ যথা ভরজ-লীলার বিভা অবিভার ঘর, জন্ম জরা জীবন মরণ, স্থুখ-ত্যঃখ-দ্বন্দ্বভরা, কেন্দ্র যার অহমহমিতি, ভুজদ্বয়—বাহির অন্তর, আসমুদ্র আস্ঘ্যচন্দ্রমা, আতারক অনন্ত আকাশ, মন বুদ্ধি চিত্ত অহস্কার, দেব যক্ষ মানব দানব, পশু পক্ষী ক্লমি কীটগণ, অণুক দ্বাণুক জড়জীব সেই সমক্ষেত্রে অবস্থিত। স্থুল অতি এ বাহ্য বিকাশ, কেশ যথা শিরঃপরে।

মেরুতটে হিমানী পর্বত, যোজন যোজন সে বিস্তার; অভ্রতেদী নিরভ্র আকাশে শত উঠে চূড়া তার। থকমকি জ্বলে হিমশিলা শত শত বিজ্ঞালি-প্রকাশ। উত্তর অয়নে বিবস্থান, একীভূত সহস্রকিরণ, কোটি বজ্ঞসম করধারা ঢালে যবে তাহার উপর, শৃঙ্গে শৃজে মৃচ্ছিত ভাস্কর, গলে চুড়া শিখর গহবর, বিকট নিনাদে খ'সে পড়ে গিরিবর, স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে। সর্বব বৃত্তি মনের যখন একীভূত তোমার কৃপায়, কোটি সূৰ্য্য অতীত প্ৰকাশ, চিৎসূর্য্য হয় হে বিকাশ, গলে যায় রবি শশী তারা, আকাশ পাতাল তলাতল, এ ব্রক্ষাণ্ড গোম্পদ সমান। বাহ্তভূমি অতীত গমন, শান্ত ধাতু, মন আশ্দালন নাহি করে, শ্রথ সদয়ের ভন্তী যভ, খুলে যায় সকল বন্ধন, মায়ামোহ হয় দূর, বাজে তথা অনাহত নাদ-ধ্বনি তব বাণী: শুনি সসম্ভ্ৰমে, দাস তব প্ৰস্তুত সতত সাধিতে তোমার কায।

"আমি বর্ত্তমান।
প্রালয়ের কালে অনন্ত ব্রক্ষাগু গ্রাসি' যবে
ভান ভারে ভাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
সে মহা নির্বাণ, নাহি কর্ম্ম করণ কারণ,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,
আমি বর্ত্তমান।

"আমি বর্ত্তমান।
প্রলামের কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি' যথে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
মহা অন্ধকার কেরে অন্ধকার বুকে,
ত্রিশৃশ্য জগৎ শান্ত সক্ষগুণভেদ,
একাকার সক্ষারূপ শুদ্ধ পর্যাণুকায়
আমি বর্ত্তমান।

"আমি হই বিকাশ আবার। মম শক্তি প্রথম বিকার,

আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার वारक महान्य भरथ, ञनन्छ आंकान ल्लारन महानाप-धवनि, ত্যজে নিদ্রা কারণমগুলী, পায় নব প্রাণ অনস্ত অনস্ত পরমাণু; লম্ফনাম্ফ আবর্ত্ত উচ্ছু াস চলে কেন্দ প্রতি, দূর অতি দূর হতে; চেত্ৰন প্ৰবন তোলে উৰ্ণ্ডিয়মালা মহাভূত-সিন্ধুপরে; পরমাণু আবর্ত্ত বিকাশ, আস্ফালন পতন উচ্ছাস, মহাবেগে ধায় সে তরঙ্গরাজি. হানন্ত হানন্ত খণ্ড তার উৎসারিত প্রতিঘাত-বলে, (ছाटि भुग्रभर्थ খগোলम छली कर्भ : ধায় গ্রহ ভারা, स्मित्र शृशी मनुष्यु-आवाम।

''আমি আদি কবি, মম শক্তিবিকাশ রচন' জড় জীব আদি যত

[69]

আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া-সনে একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।

"আমি আদি কবি,
মম শক্তিবিকাশ রচনা
জড় জীব আদি যত।
মম আজ্ঞাবলে
বহে ঝঞা পৃথিবী-উপর,
গর্ভেজ মেঘ অশনি-নিনাদ;
মৃত্যুমন্দ মলয় পবন
আসে যায় নিশাস-প্রশাসরূপে;
ঢালে শনা হিম-করধারা,
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরাবপু;
তোলে মুখ শিশিরমার্জিত
ফুল্ল ফুল রবি-পানে!"

সাগর-বক্ষে।

নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল, শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ বরণ---তাহে তারতম্য তারল্যের;

* বিতীরবার পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বামীজি এই কবিতা রচনা করেন। সম্ভবতঃ তিনি সে সমরে ভূমধ্যসাগরের পূর্বভাগ অভিক্রম করিতেছিলেন। পীত ভাসু মাঙ্গিছে বিদায়, রাগচ্ছটা জলদ দেখায়।

বহে বায়ু আপনার মনে, প্রভঞ্জন করিছে গঠন, ক্ষণে গড়ে, ভাঙ্গে আর ক্ষণে, কহু মহু সহ্য অসম্ভব— জড়, জীব, বর্ণ, রূপ, ভাব।

ঐ আসে তুলারাশি সম,
পরক্ষণে হের মহানাগ,
দেখ সিংহ বিকাশে বিক্রম,
আর দেখ প্রণয়ীযুগল;
শেষে সব আকাশে মিলায়।

নীচে সিন্ধু গায় নানা তান;
মহীয়ান্, সে নহে, ভারত !
অন্ধ্রাশি বিখ্যাত ভোমার;
ক্রপরাগ হ'য়ে জলময়
গায় হেথা, না করে গর্জন।

HOLD ON YET A WHILE, BRAVE HEART.

(Written to H. H. the Maharajah of Khetri.)

If the sun by the cloud is hidden a bit, If the welkin shows but gloom, Still hold on yet a while, brave heart,

The victory is sure to come.

No winter was but summer came behind, Each hollow crests the wave, They push each other in light and shade; Be steady then and brave.

The duties of life are sore indeed,
And its pleasures fleeting vain,
The goal so shadowy seems and dim;
Yet plod on through the dark, brave heart,
With all thy might and main.

Not a work will be lost, no struggle vain, Through hopes be blighted, powers gone, Of thy loins shall come the heirs to all, Then hold on yet a while, brave soul, No good is e'er undone.

Though the good and the wise in life are few, Yet theirs are the reins to lead;
The masses know but late the worth.

Heed none and gently guide

With thee are those who see afar,
With thee is the Lord of might,
All blessings pour on thee, great soul,
To thee may all come right.

REQUIESCAT IN PEACE.

Speed forth, O Soul, pon thy star-strewn path; Speed, blissful one, where thought is ever free, Where time and sense no longer mist the view, Eternal peace and blessings be on thee!

Thy service true, complete thy sacrifice,
Thy home, the heart of love transcendent find;
Remembrance sweet, that kills all space and time,
Like altar-roses, fill thy place behind!

Thy bonds are broke, thy quest in bliss is sound, And one with That which comes as Death and Life Thou helpful one, unselfish e'er on earth, Ahead, still help with love this world of strife!

^{*} May he rest in peace.

Written in memoriam to J. J. Goodwin, Aug. 1898.

THE SONG OF THE SANNYASIN.*

Wake up the note! the song that had its birth Far off, where worldly taint could never reach—In mountain caves, and glades of forest deep; Whose calm no sigh for lust or wealth or fame Could ever dare to break; where rolled the stream Of knowledge, truth, and bliss that follows both. Sing high that note, Sannyasin bold! say "Om tat sat Om"!

Strike off thy fetters! Bonds that bind thee down,
Of shining gold or darker, baser ore;
Love, hate—good, bad—and all the dual throng,
Know slave is slave, caressed or whipped, not free,
For fetters, though of gold, are not less strong to bind;
Then, off with them, Sannyasin bold! say
"Om tat sat Om"!

Let darkness go! The will-o'-the-wisp that leads
With blinking light to pile more gloom on gloom—
This thirst for life, for ever quench; it drags
From birth to death, and death to birth, the soul.
He conquers all who conquers self. Know this
And never yield, Sannyasin bold! say
"Om tat sat Om"!

^{*} Composed at the Thousand Islands Park, New York, in July 1895.

"Who sows must reap," they say, and "Cause must bring
The sure effect; good, good; bad, bad; and none
Escape the law. But who so wears a form
Must wear the chain." Too true; but far beyond
Both name and form is Atman ever free.
Know thou art That, Sannyasin bold! say
"Om tat sat Om"!

They know no truth who dream such vacant dreams. As father, mother, children, wife and friend.
The sexless Self—whose father He? whose child?
Whose friend, whose foe is He who is but one?
The Self is all in all, none else exists;
And thou art That, Sannyasin bold! say
"Om tat sat Om"!

There is but One—the Free—the Knower—Self!
Without a name, without a form, or stain.
In Him is Maya, dreaming all this dream.
The Witness, He appears as nature, soul.
Know thou art That, Sannyasin bold! say
"Om tat sat Om"!

Where seekest thou? That freedom, friend, this world. Nor that can give. In books and temples Vain thy search. Thine only is the hand that holds. The rope that drags thee on. Then cease lament, Let go thy hold, Sannyasin bold! say "Om tat sat Om"!

Say "Peace to all ! From me no danger be To aught that lives. In those that dwell on high, In those that lowly creep. I am the Self of all. All life, both here and there, do I renounce. All heavens, carths and hells, all hopes and fears." Thus cut thy bonds, Sannyasin bold! say "Om tat sat Om"!

Heed then no more how body lives or goes, Its task is done. Let Karma float it down; Let one put garlands on, another kick This frame: say naught. No praise or blame can be Where praiser, praised and blammer, blamed are one. Thus be thou calm. Sannyasin bold ! say

"Om tat sat Om"!

Truth never comes where lust and fame and greed Of gain reside. No man who thinks of woman As his wife can ever perfect be; Nor he who owns however little, nor he Whom anger chains, can ever pass through Maya's gates; So give these up, Sannyasin bold! say

"Om tat sat Om"!

Have thou no home. What home can hold thee, friend? The sky thy roof; the grass thy bed; and food, What chance may bring, well cooked or ill, judge not. No food or drink can taint that noble self Which knows itself. The rolling river be Thou ever, Sannyasin bold! say "Om tat sat Om"!

Few only know the truth; the rest will hate And laugh at thee, great one; but pay no heed. Go thou, the free, from place to place, and help Them out of darkness, Maya's veil, without The fear of pain or search for pleasure; go Beyond them both, Sannyasin bold! say "Om tat sat Om"!

Thus, day by day, till Karma's powers spent Release the soul for ever. No more is birth, Nor I nor thou, nor God nor man. The "I" Became the All, the All is "I" and Bliss. Know thou art That, Sannyasin bold ! say

"Om tat sat Om" !

TO THE AWAKENED INDIA. *

Once more awake

For sleep it was, not death, to bring the life Anew, and rest to lotus-eyes, for visions Daring yet. The world in need awaits, O Truth! No death for thee!

Resume thy march,

With gentle feet that would not break the Peaceful rest, even of the road side dust That hes so low. Yet strong and steady, Blissful, bold and free. Awakener, ever Forward! Speak thy stirring words.

* Written in August 1898 on the occarion of the transfer of the magazine Prabudilha Bharata or Awakened India from Madras to Almora.

Thy home is gone,

Where loving hearts had brought thee up, and Watched with joy thy growth. But Fate is strong; This the law—all things come back to the source Their strength to renew.

Then start afresh,

From the land of thy birth, where vast cloud-belted Snows do bless and put their strength in thee, For working wonders anew. The heavenly River tune thy voice to her own immortal song; Deodar shades give thee eternal peace.

And all above.

Himala's daughter Uma, gentle, pure, The Mother that resides in all as Power And Life, Who works all works, and Makes of One the world, Whose mercy Opes the gate to truth and shows The One in All, give thee untiring Strength, which is Infinite Love.

They bless thee all,

The seers great whom age nor clime
Can claim their own, the fathers of the
Race, who felt the heart of Truth the same,
And bravely taught to man ill-voiced or
Well. Their servant, thou hast got
The Secret—'tis but One.

Then speak, O Love!—

Before thy gentle voice serene, behold how Visions melt, and fold on fold of dreams Departs to void, till Truth and Truth alone, In all its glory shines.

And tell the world—

Awake, arise, and dream no more!
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands with our thoughts,
Of flowers sweet or noxious,—and none
Has root or stem, being born in naught, which
The softest breath of Truth drives back to
Primal nothingness. Be bold and face
The Truth! Be one with it! Let visions cease,
Or, if you cannot, dream then truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি

(সামী প্রজ্ঞানন্দ করক অনুদিত)

জাগো আরো একবার!

মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রা তব, জাগরণে পুন সঞ্চারিতে নবীন জীবন, আরো উচ্চ লক্ষ্য ধ্যান তরে. প্রদানিতে বিরাম পক্ষজ-আঁখি-যুগে। হে সত্য! তোমার তরে হের প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন, —তব মৃত্যু নাহি কদাচন।

(2)

হও পুন অগ্রসর,

তব সেই ধীর পদক্ষেপে
নাহি যাহে হরে শান্তি তার,—
নিরুদ্বেগে পথিপার্শ্বে স্থিত
দীন হীন ধূলি-কণিকার;
শক্তিমান্ তবু, মতি স্থির
আনন্দ মগন, মুক্ত, বীর;
হে স্থপ্তিনাশন, চিরাগ্রণি!
ব্যক্ত কর তব বছাবাণি।

(•)

লুপ্ত সে জনম-গৃহ,

যেথা বহু স্নেহসিক্ত হিয়া পালিলা শৈশবে, হর্ষ ভরে নিরখিলা যৌবন-উন্মেষ; কিন্তু হের নিয়তি সে ধরে অমোঘ প্রভাব,—সৃষ্ট যাহা প্রকৃতি-নিয়মে সরে ফিরে যেথা স্থান উন্তব-কারণ লভিবারে প্রাণশক্তি পুনঃ।

(8)

উরহ আবার তাবে,

সেই তব জন্মস্থান হ'তে,
হিম-স্তৃপ অত্রকটিহার
আশীষিবে যেথায় সতত,
—শক্তি দিবে করিয়া সঞ্চার
নব নব অসাধ্য সাধনে;
যেথা স্থরনদী তব স্বর
বাঁধিবে অমর গীতি-স্থরে;
দেবদারু ছায়া বিধানিবে;
নিতা শক্তি থেথা তব শিরে

সর্বেরাপরি, যিনি উমা

শান্তপূতা হিমগিরিস্থতা--শক্তিরূপে প্রাণরূপে আর
জননী যে সবর্ব ভূতে স্থিতা,
কার্য্য যাহা সবি কার্য্য যাঁর,
এক ব্রহ্ম করে প্রপিশ্রুত,
কুপা যাঁর সত্যের তুয়ার
খলি এক বহুতে দেখায়,

দিবে শক্তি সে জননী ভোমা ক্লান্তিহীন, স্বরূপ যাঁহার অসীম সে প্রেম পারাবার।

(७)

আশীষিবে তোমা তারা

পরম্থি সবে, যাঁহাদের
কোন দেশ, কোন কাল নারে
শুধু আপনার বলিবারে,
—এ জাতির জনয়িত্যণ—
সত্যের মরম যাঁরা সবে,
একই রূপ করি অসুভব,
নিঃসঙ্কোচে প্রচারিল ভবে
ভাল মন্দ যেমন ভাষায়,
তুমি দাস তাঁহাদের, তায়
লভিয়াছ রহস্থ সে মূল
—বস্তু এক, ইথে নাহি ভুল।
(৭)

হে প্রেম ! কহ সে তব
শান্ত স্মিশ্ববাণী, মায়া-স্পৃতি
যাহার স্পন্দনে লয় পায়,
স্তরে স্তরে ছায়াস্বপ্ন আর
হের সব শৃস্তেতে মিলায়,

অবশেষে সভ্য নিরমল
''সে মহিন্দ্রি'' বিরাজে কেবল।
(।৮)

কহ আর বিশ্বজনে—

উঠ, জাগ, স্বপ্ন নহে আর। স্বপন রচনা স্থধু ভবে— কর্ম্ম হেথা গাঁথে মালা যার নাহি সূত্ৰ, বৃস্তমূলহীন ভাল মন্দ পুষ্প ভাবনার, জন্ম লভে গর্ভে অসতের, সভ্যের মৃত্রুল শ্বাদে ধায় আদিতে যে শৃন্য ছিল তায়! অভী হও. দাঁড়াও নিৰ্ভয়ে সত্যগ্রাহী, সত্যের আশ্রয়ে, মিশি সভ্যে যাও এক হ'য়ে. মিথ্যা কম্ম -স্বপ্ন ঘুচে যাক্---किश्वा थाटक अक्षनीना यपि, হের সেই, সভ্যে গতি যার, থাক স্বপ্ন নিক্ষাম সেবার আরু থাক প্রেম নিরবধি।

ANGELS UNAWARES*

I

One bending low with load—of life
That meant no joy, but suffering harsh and hard,—
And wending on his way through dark and dismal paths,
Without a flash of light from brain or heart
To give a moment's cheer,—till the line
That marks out pain from pleasure, death from life,
And good from what is evil, was well-nigh wiped from
sight,—

Saw, one blessed night, a faint but beautiful ray of light Descend to him. He knew not what or wherefrom, But called it God and worshipped.

Hope, an utter stranger, came to him, and spread Through all his parts, and life to him meant more. Than he could ever dream, and covered all he knew, Nay, peeped beyond his world. The "Sages" Winked, and smiled, and called it "Superstition."

But he did feel its power and peace.

And gently answered back,—

"O Blessed Superstition!"

11

One drunk with wine of wealth and power And health to enjoy them both, whirled on His maddening course,—till the earth, he thought, Was made for him, his pleasure-garden, and man,

^{*} Written in November, 1898.

The crawling worm, was made to find him sport.

Till the thousand lights of joy, with pleasure fed,
That flickered day and night before his eyes,
With constant change of colours—began to blur
His sight and cloy his senses; till selfishness,
Like a horny growth, had spread all o'er his heart;
And pleasure meant to him no more than pain,—
Bereft of feeling; and life in the sense,
So joyful, precious once, a rotting corpse between his arms,
Which he forsooth would shun, but more he tried, the more
It clung to him; and wished, with frenzied brain,
A thousand forms of death—but quailed before the charm.

Then sorrow came,—and Wealth and Power went,—And made him kinship find with all the human race In groans and tears, and though his friends would laugh, His lips would speak in grateful accents,—

"O Blessed Misery!"

III

One born with healthy frame,—but not of will That can resist emotions deep and strong,
Nor impulse throw, surcharged with potent strength,—
And just the sort that pass as good and kind,
Beheld that he was safe, whilst others long
And vain did struggle 'gainst the surging waves:

Till morbid grown, his mind could see,—like flies
That seek the putrid part,—but what was bad.
Then Fortune smiled on him, and his foot slipped,
That ope'd his eyes for e'er and made him find
That stones and trees ne'er break the aw,

But stones and trees remain; that man alone is blest with power to fight and conquer Fate, Transcending bounds and laws.

From him his passive nature fell, and life appeared As broad and new and broader newer grew, Till light ahead began te break, and glimpse of That Where Peace Eternal dwells,—yeat one can only reach By wading through the sea of struggles,—courage-giving came.

Then, looking back on all that made him kin To stocks and stones, and on to what the world Had shunned him for, his fall, he blessed the fall, And with a joyful heart declared it,—

"Blessed Sin !"

KALI THE MOTHER.

The stars are blotted out,

The clouds are covering clouds,

It is darkness vibrant, sonant,

In the roaring whirling wind

Are the souls of a million lunatics,—

Just loose from prison-house,—

Wrenching trees by the roots,

Sweeping all from the path.

The sea has joined the fray,

And swirls up mountain-waves,

To reach the pitchy sky -

The flash of lurid light

Reveals on every side

A thousand, thousand shades

Of Death begrimmed and black -

Scattering plagues and sorrows.

Dancing mad with joy;

Come, Mother, come

For Terror is Thy name!

Death is in Thy breath.

And every shaking step

Destroys a world for e'er,

Thou Time, the All-Destroyer!

Come, O Mother, Come!

Who dares misery love,

And hug the form of Death,

Dance in Destruction's dance,

To him the Mother comes.

মৃত্যারূপা মাতা

(৺সভ্যেশ্ৰনাথ দত্ত কণ্ডক অনুদিত 🖟

নিংশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ, স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূণ্য-বায়ুকো! লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে, মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে! সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা. উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি' নজন্তল পরশিতে চায়! ঘোরক্ষপা হাসিছে দামিনী.

প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়।
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! ছঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাগুবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিগাসে প্রশাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রক্ষাগু বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিনী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে ছঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে—কাল-নৃত্যু করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।

PEACE.*

Behold, it comes in night, The Power that is not power, The light that is in darkness, The shade in dazzling light.

And grief unfelt, profound, Immortal life unlived, Eternal death unmourned.

It is not joy nor sorrow,
But that which is between,
It is not night nor morrow,
But that which joins them in.

Composed at Ridgeley Man cr, New York, 1899.

It is sweet rest in music,
And pause in sacred art;
The silence between speaking;
Between two fits of passion—
It is the calm of the heart.

And love that stands alone,
It is song that lives unsung.
And knowledge never known.

It is death between two lives, And lull between two storms, The void whence rose creation, And that where it returns.

To it the tear-drop goes,

To spread the smiling form.

It is the Goal of life,

And Peace—its only home!

WHO KNOWS HOW MOTHER PLAYS.

Perchance a prophet thou— Who knows? who dares touch The depths where Mother hides Her silent failless bolts!

Perchance the child had glimpse Of shades, behind the scenes, With eager eyes and strained, Quivering forms—ready

To jump in front and be Events, resistless, strong.
Who knows but Mother, how,
And where, and when, they come?

Perchance the shining sage Saw more than he could tell, Who knows, what soul and when, The Mother makes Her throne?

What law would freedom bind? What merit guide Her will, Whose freak is great'st order, Whose will resistless law?

To child may glories open, Which father never dreamt; May thousand-fold in daughter, Her powers Mothers tore.

NIRVANASHATKAM OR THE SIX STANZAS ON NIRVANA.*

I am neither the mind, nor the intellect, nor the ego, nor the mind-stuff;

I am neither the body, nor the changes of the body;
I am neither the senses of hearing, taste, smell or sight,
Nor am I the ether, the earth, the fire, the air;
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss
Absolute;—

I am He, I am He. (Shivoham, Shivoham). .

A poem of Sankaracharya translated by Swami Vivekananda.

I am neither the Prana, nor the five vital airs;
I am neither the materials of the body nor the five sheaths;

Neither am I the organs of action, nor object of the senses!
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss
Absolute;—

I am He, I am He. (Shivoham, Shivoham).

I have neither aversion nor attachment, neither greed nor delusion;

Neither egotism nor envy, neither Dharma nor Moksha;
I have neither desire nor objects of desire;
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss
Absolute;—

I am He, I am He. (Shivoham Shivoham.)

I am neither sin nor virtue, neither pleasure nor pain;
Nor temple nor worship, nor pilgrimage nor Scriptures,
Neither the act of enjoying, the enjoyable nor the enjoyer;
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss
Absolute;—

I am He, I am He (Shivoham, Shivoham).

I have neither death nor fear of death, nor caste;

Nor was I ever born, nor had I parents, friends and

relations;

I have neither Guru nor disciple;

I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute;—

I am He, I am He (Shivoham, Shivoham).

I am untouched by the senses; I am neither Mukti nor Knowable,

I am without form, without limit, beyond space, beyond time;

I am in every thing; I am the basis of the universe; everywhere am I.

I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss
Absolute;—

I am He, I am He. (Shivoham. Shivoham).

निर्वावयां क्य। (आवायां क्य)

ওঁ মনোবুদ্ধাহন্ধারচিত্তানি নাহং

ন চ শ্রোত্রজিহেব ন চ খ্রাণনেতে।

ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়্-শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥ ১

ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু-র্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।

न वाक्পाणिभाषः न চোপস্থপায়

िषानन्दर्भाः निर्वाश्वः निर्वाश्वम्॥ २

ন মে দ্বেষরাগো ন মে লোভমোহো মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।

न धर्मा न চাर्शा न कारमा न माक-

निप्तानन्त्रत्रभः निर्वाश्यः निर्वाश्यम् ॥ ७

न পूणाः न পाभः न मिथाः न प्रथः

न मह्या न जीर्थः न (पवा न यड्डाः ।

অহং ভোজনং নৈব ভোজাং ন ভোকা চিদানন্দর্যপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥ ন মৃত্যুর্ন শকা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুইর্নব শিষ্য-শিচদানন্দর্যপঃ শিবোহহং শিবোহম্॥ অহং নির্বিকল্লো নিরাকাররূপো বিভুগাচ্চ সর্বত্র সর্বেবিন্দিয়াণাম্। ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়-শিচদানন্দর্যপঃ শিবোহহং শিবোহহম

TO THE FOURTH OF JULY.

[It is well-known that the Swami Vivekananda's death (or resurrection, as some of us would prefer to call it!) took place on the 4th of July 1902. On the 4th of July 1898, he was travelling, with some American disciples, in Kashmir, and as part of a domestic conspiracy for the celebration of the day—the anniversary of the Declaration of American Independence—he composed the following poem, to be read aloud at the early breakfast. The poem itself fell to the keeping of Sthira Meta.]

Behold, the dark clouds melt away, That gathered thick at night, and hung Before thy magic touch, the world Awakes. The birds in chorus sing. The flowers raise their star-like crowns, Dew-set, and wave thee welcome fair. The lakes are opening wide in love, Their hundred thousand lotus-eyes, To welcome thee, with all their depth. All hail to thee, Thou Lord of Light, A welcome new to thee, to-day. Oh Sun! To-day thou sheddest Liberty!

Bethink thee how the world did wait,
And search for thee, through time and clime.
Some gave up home and love of friends,
And went in quest of thee, self-banished,
Through dreary oceans, through primeval forests,
Each step a struggle for their life or death,
Then came the day when work bore fruit,
And worship, love, and sacrifice,
Fulfilled, accepted, and complete.
Then thou, propitious, rose to shed
The light of *Freedom* on mankind.

Move on, Oh Lord, in thy resistless path!

Till thy high noon o'ersprad the world,

Till every land reflect thy light,

Till men and women, with uplifted head,

Behold their shackles broken, and

Know, in springing joy, their life renewed!

MY PLAY IS DONE.

Written in the spring of 1895 at New York, U.S.A.

Ever rising, ever falling with the waves of time, still rolling on I go

From fleeting scene to scene ephemeral,

with life's currents' ebb and flow.

Oh! I am sick of this unending farce;

these shows they please no more,

This ever running, never reaching,

nor c'en a distant glimpse of shore!

From life to life I'm waiting at the gates,

alas, they open not.

Dim are my eyes with vain attempt to catch

one ray long sought.

On little life's high, narrow bridge I stand

and see below

The struggling, crying, laughing throng.

For what? No one can know.

In front you gates stand frowning dark,

and say: "No farther way.

This is the limit; tempt not Fate,

bear it as best you may;

Go, mix with them and drink this cup

and be as mad as they.

Who dares to know but comes to grief;

stop then, and with them stay."

Alas for me, I cannot rest This floating, bubble earth,

Its hollow form, its hollow name, its

hollow death and birth,

For me is nothing. How I long to get beyond the crust Of name and form! Ah, ope the the gates;

to me they open must.

Open the gates of light, O Mother, to me Thy tired son. I long, oh, long to return home!

Mother, my play is done.

You sent me out in the dark to play.

and wore a frightful mask,

Then hope departed, terror came, and play

became a task.

Tossed to and fro, from wave to wave in this

seething surging sea

Of passions strong and sorrows deep,

grief is, and joy to be,

Where life is leaving death, alas! and death,— • who knows but 'tis

Another start, another round of this old wheel

of grief and bliss?

Where children dream bright, golden dreams,

too soon to find them dust,

And aye look back to hope long lost and life a mass

of rust!

Too late the knowledge age doth gain;

scarce from the wheel we're gone

When fresh, young lives put their strength

to the wheel, which thus goes on

From day to day and year to year,

'Tis but delusion's toy,

False hope its motor; desire, nave;

its spokes are grief and joy.

I go adrift and know not whither,

Save me from this fire !

Rescue me, merciful Mother, from floating with desire!
Turn not to me Thy awful Face, 'tis more than

I can bear,

Be merciful and kind to me, to chide my faults forbear.

Take me, O Mother, to those shores where

strifes for ever cease;

Beyond all sorrows, beyond tears, beyond

e'en earthly bliss;

Whose glory neither sun, nor moon,

nor stars that twinkle bright,

Nor flash of lightning can express,

They but reflect its light.

Let never more delusive dreams veil off

Thy face from me.

My play is done, O Mother, break my chains

and make me free !

THE CUP.

This is your cup—the cup assigned to you From the beginning. Nay, My child, I know How much of that dark drink is your own brew Of fault and passion, ages long ago. In the deep years of yesterday, I know. This is your road—a painful road and drear. I made the stones that never give you rest.

I set your friend in pleasant ways and clear, And he shall come, like you, unto My breast. But you, My child, must travel here, This is your task. It has no joy nor grace; But it is not meant for any other hand, And in My universe hath measured place, Take it. I do not bid you understand. I bid you close your eyes to see My face.

(পয়ালা

(অনুবাদ)

এই লহ তব পেয়ালা, नৎস! পেয়ালা তোমার তরে. আদি যুগ হতে উপচিত এ যে, দিলাম ভোগার করে। না, না, সে যে জানা আছে গো, রে বাছা, এ কাল পানীয় ঘোর তোমারই স্বকর-মন্থিত স্থরা, উদ্ভুত আঁখি-লোর ; এতাত কালের শত অপরাধ, বাসনার মোহ শতে . জানি আমি, ও রে জানি রে কতই

গভীর স্থদূর হতে। এ মহাতুর্গম, ভীম পথ বাহি' পথিক চল হে ভূমি,

আমারই রচনা শিলা-তুর্বার---তোমার প্রয়াণ-ভূমি। বিরাম-বিহীন এই পথ তব. অপর সে পথ ধরি', সখা সে তোমার আসিবে চলিয়া রমণীয় ! আহা মরি ! তোমার মতন সেও একদিন বক্ষেরই মাঝে মোর আসিয়া লভিবে পরম যে স্থখ, পথ তবু ওই তোর। এই লহ মাথে করমের ভার. তুঃসহ সবিশেষ, নিঠুর কঠোর এই কাজ ভোর. অপরের নহে লেশ। আমারই স্প্রি-বিলসন মাঝে এর আছে, আছে স্থান, এরও স্বীকৃত, এর যথাযথ দেব, দেব আমি মান। বিধান ভোমার ইহাই, বৎস, ख्वादनएक পार्वि ना धता. চোখ বোজ শুধু, বলি ভোরে আজ. वुष्क (पथ भादत बता॥

MISUNDERSTOOD.

Written to a Disciple

In days of yore
On Ganga's shore, preaching,
A hoary priest was teaching—
How Gods they come
As Sita-Ram,
And gentle Sita pining, weeping.

The sermons end,
They homeward wend their way-The hearers musing, thinking.

When from the crowd

A voice aloud

This question asked beseeching; seeking—

Sir, tell me pray,

But who were they,

This Sita-Ram you were teaching, speaking!

So may you well

Allow me tell—

You mar my doctrines wronging, baulking.

I never thought
Such queer taught,
That all was God—unmeaning talking!

But this I say Remember pray, That God is true, all else is nothing! This world's a dream,
Though true it seem,
And only Truth is He, the living!
The real me is none but He——
And never never matter changing!

THE SONG OF THE FREE.

The wounded snake its hood unfirly. The flame stirred up doth blaze, The desert air resounds the cally. Of heart-struck lion's rage—

The cloud puts forth its deluge strength When lightning cleaves its breast, When the soul is stirred to its inmost depth, Great ones unfold their best.

Let eyes grow dim, and heart grow faint, And friendship fail, and love betrary, Let Fate its hundred horrors send, And clotted darkness block the way—

All nature wear one angry frown To crush you out—still know, my Soul, You are Divine—march on and on. Nor right, nor left, but to the goal!

Nor angel I, nor man, nor brute, Nor body, mind, nor he, nor she. The books do stop in wonder mute To tell my nature;—I am He!

Before the Sun, the Moon, the Earth, Before the Stars or Comets free, Before e'en Time has had its birth, I was, I am and I will be !

The beauteous earth, the glorious sun, The calm sweet moon, the spangled sky, Causation's laws do make them run. They live in bonds, in bonds they die—

And mind its mantle dreamy net, Casts o'er them all and holds them tast, In warp and woof of thought are set Earth, hells and heavens, or worst, or best.

Know these are but the outer crust—All space and time, all effect, cause, I am beyond all sense, all thought, The Witness of the Universe!

Not two or many, 'tis but one,
And thus in me all one's I have,
I cannot hate, I cannot shun
Myself from me—I can but love!

From dreams awake, from bonds be free, Be not afraid—this mystery, My shadow cannot frighten me! Know once for all, that I am He!

জীবন্মক্তের গীতি।

(ङ्रीकित्र पछ कर्ज्क अन् पिछ)

বিস্তারে বিশাল ফণা দলিতা ফণিনী, প্রজলিত হুতাশন যথা সঞ্চালনে. শুশু ব্যোম-পথে যথা উঠে প্রতিধ্বনি মশ্মহিত কেশরীর কুপিত গর্জনে :

প্লাবনের ধারা ঢালে যথা মহা ঘন, দামিনী দলকে তার ক্লদি বিদারিয়া, আত্মার গভীর দেশে করিলে স্পান্দন, মহদাত্মা উচ্চ তত্ত্ব দেয় প্রাকাশিয়া।

স্থিমিত হউক নেত্র, অস্তর মূর্চিছত, বিফল বন্ধুত্ব—প্রেমে প্রতারণা হ'ক, নিয়তি পাঠাক তার ভীতি অগণিত চত অন্ধকারে পথ রুদ্ধ র'ক। রোষ-দীপ্ত মূর্ত্তি ধরি' আফুজ জগৎ
চুর্ণিতে তোমায়-- তবু জানিও নিশ্চয়,
হে আত্মা, তুমি হে দেব, তুমি সে মহৎ,
মুক্তিই গন্তব্য তব—অন্য গতি নয়।

নহি স্বর্গবাসী আমি—নর, পশু নয়, পুরুষ কি নারী নহি, নহি দেহ, মন, স্তম্ভিত নির্ববাক্ যত জ্ঞান-গ্রন্থচয়, স্বরূপ বর্ণিতে মোর—আমি দেই, 'সোহহম্'।

সূয্য, সোম, বস্ত্বস্ধারা জন্মে নাই যবে, তারাদল, ধূমকেতু জন্মে নি যখন, কালের(ও) উন্তব যবে হয় নি এ ভবে, ছিলাম, আছি ও আমি থাকিব তখন।

মেদিনী স্থ্যমাময়ী, মহৎ তপন, এই শাস্ত স্থাকর, থচিত আকাশ নিমিত্ত অধীনে করে গমনাগমন, জীবন তাদের বন্ধ, বন্ধনে বিনাশ।

বিশ্ব-মন বিস্তারিয়া অনিতে।র জাল
-ধরিয়া তাদের রাখে দৃঢ়াবদ্ধ ক'রে,
স্বর্গ ও নরক, ধরা, মন্দ আর ভাল
ও চিন্তা-লহরী মাঝে নিত্য উঠে পড়ে!

দেশ আর কাল, আর কার্য্য ও কারণ, এ সকলি হয় মাত্র বহিরাবরণ! ইন্দ্রিয়, মনের পারে মোর অবস্থান। আমি দ্রস্তা এ বিশ্বের, সাক্ষী সে মহান্!

নহে দৈত, নহে বহু, অদৈতের ভূতি একত্ব মিলিত তাই সকলই আমায়। ভেদ খুণা নাহি নোর, নহি ভিন্ন আমি, থাকি আমি নয়মাত্র প্রেমের চিন্তায়।

ভাঙ্গ মায়া, মুক্ত হও বন্ধন হইতে, ভীত নাহি হও—বুঝ রহস্থ পরম! নিজ প্রতিবিশ্ব মোরে নারে সন্ত্রাসিতে, জোনো স্থনিশ্চয়—আমি সেই, 'সোহহং, 'সোহহং,

সমান্ত।









विद्यकानम (मामार्ड)।